সংক্ষিপ্ত

রামায়ণ ও মহাভারত।

বীরোত্তর কাব্য, হিতদীপ, সুভদ্রাহরণ মহাকাব্য, জ্যামিতি সহায় প্রভৃতি
বাঙ্গালা গ্রন্থ সমূহের এবং সুখবোধ ব্যাকরণ, রামচরিত মহাকাব্য,
ছন্দোরত্ন প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের প্রণেতা, তত্ত্ববোধ
নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের সম্পাদক এবং
আহীরীটোলা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বঙ্গ-
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

শ্রী[illegible]নাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৬৮ নং নিমতলা ষ্ট্রীট, চৈতন্য প্রেসে
শ্রীহরিদাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩

 [মূল্য ।৵ আনা মাত্র।

সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত

বীরোত্তর কাব্য, হিতদীপ, সুভদ্রাহরণ মহাকাব্য, জ্যামিতি সহায় প্রভৃতি
বাঙ্গালা গ্রন্থ সমূহের এবং সুখবোধ ব্যাকরণ, রামচরিত মহাকাব্য,
ছন্দোরত্ন প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের প্রণেতা, তত্ত্ববোধ
নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের সম্পাদক এবং
আহীরীটোলা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বঙ্গ
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

শ্রীগুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬৮ নং নিমতলা ষ্ট্রীট, চৈতন্য প্রেসে
শ্রীহরিদাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩
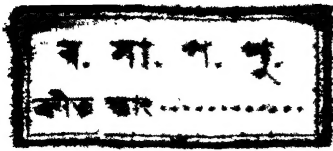
বিজ্ঞাপন।

সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত প্রকাশিত হইল। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ সাহিত্যপাঠকালে, উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত বিষয়ের সারাংশ অবগত না থাকিলে, অধীয়মান গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহ হয় না। কিন্তু, আজকাল উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পাঠরীতি বঙ্গবিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রায়শঃ তিরোহিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, পূর্ব্বকথিত গ্রন্থদ্বয়ের সংক্ষেপে লিখিত গল্পাংশ কোনও পুস্তকে নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া, এবং কতিপয় সুযোগ্য বন্ধুর অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া, আমি এই গ্রন্থ প্রচার করিলাম। ভাষার বৈচিত্র্যসাধন বা কবিত্বশক্তিপ্রদর্শনের জন্য ইহার কোনও অংশ লিখিত হয় নাই। সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যাননিচয় বালকবৃন্দের বোধবিষয় করিবার জন্যই ইহা প্রণীত হইল। এক্ষণে ইহাদ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। নিবেদনমিতি।

গ্রন্থকারস্য।

সংক্ষিপ্ত

রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ।

রঘুবংশে দশরথ নামে ছিলা ভূপ,
বল-বীর্য্য নৃপতির অতি অপরূপ।
রাজধানী ছিল তাঁ'র অযোধ্যানগরী,
যা' হ'তে অমরাবতী নহে সুখকরী।
বহু পত্নী মাঝে তিন মহিষী প্রধান,
কৌশল্যা, কেকয়ী আর সুমিত্রা-আখ্যান।
জন্মিলা কৌশল্যা-গর্ভে রাম গুণধর,
ভরত কেকয়ী-গর্ভে গুণের সাগর।
সুমিত্রার গর্ভে দুই জন্মিল নন্দন,
অনুজ শত্রুঘ্ন আর আদিজ লক্ষ্মণ।
চারি সুত নৃপতির সবে গুণবান্,
তাঁ'দের, বয়সে গুণে শ্রীরাম প্রধান।
সু-ভ্রাতৃবৎসল সবে বিদিত ভুবনে,
একের মরণে মরে অপরে জীবনে।

ভরতে শত্রুঘ্ন আর শ্রীরামে লক্ষ্মণ
কিন্তু সবিশেষ রত ছিলা অনুক্ষণ।
শিখিলা বিবিধ বিদ্যা ভাই চারিজন,
যখন আগত হ'ল তাঁ'দের যৌবন।
শ্রীরাম তাড়কা-বধ করিয়া আদেশে,
দেব-দ্বিজে, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রে তোষে।
অনম্য ঈশান-ধনু করিয়া ভঞ্জন,
সীতার বিবাহ রাম করিলা যখন;
তখন বিবাহ করে, তাঁ'র ভ্রাতৃগণ
সীতার ভগিনী তিন রমণী-রতন।
পরশুরামের গর্ব্ব খর্ব্ব করি পরে
স্বজনের সনে রাম আসিলেন ঘরে।
ভরতের মাতামহ অপুত্রক ছিল,
ভরত শত্রুঘ্ন সহ তথায় যাইল।
লক্ষ্মণের সহ রাম রহিলা ভবনে
এক-আত্মা শুধু দুই শরীর ধারণে।
রামে যুবরাজ-পদে বরিবার তরে
ভূমিপতি দশরথ চিন্তিলা অন্তরে।
অমাত্য, বান্ধব, প্রজা তা'য় দিল সায়,
শুনিয়া ভূপের মুখে সে বাণী, ত্বরায়।
শুভদিন, শুভক্ষণ হ'ল নিরূপিত,
কল্য রাম রাজা হ'বে বলে পুরোহিত।
অভিষেক দ্রব্যরাজি আয়োজন হ'লে,
বনে যান কেকয়ীর কুমন্ত্রণা বলে

উপস্থিত রাজ-পাট করি পরিহার
অভিরাম ঘনশ্যাম রাম গুণাধার।
সঙ্গে গেলা সীতা আর লক্ষ্মণ সুমতি,
ভরদ্বাজাশ্রমে রাম করিলা বসতি।
এদিকে, রামের শোকে রঘুকুলপতি
ত্যজি' প্রাণ সুরলোকে করিলেন গতি।
কেকয়ী-আদেশে আসি' ভরত তখন
শুনিলা মাতার মুখে সব বিবরণ—
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে রাম-বিবাসন,
শ্রীরামের শোকে আর রাজার মরণ।
সুশীল ভরত শুনি' করিলা রোদন,
নিন্দিলা মাতায়, বহু করিলা ভর্ৎসন।
অবশেষে পিতৃদেহ করিয়া দাহন,
শ্রাদ্ধ আদি যথারীতি করি সম্পাদন,
কাননে রামের তরে করিলা পয়ান,
শোকে-দুখে বিমোহিত আকুল-পরাণ।
সঙ্গে গেলা মহা-ঋষি বশিষ্ঠ প্রভৃতি,
অগণন প্রজাগণ চলিল সংহতি।
বিপিনে পশিয়া হেরি' রামের দশায়
কান্দিয়া ভরত বন্দি' শ্রীরামে তথায়,
লক্ষ্মণ-বন্দিত হ'য়ে বন্দিলা সীতায়,
বলিলা বিষম শোকে আকুল-হিয়ায়।
"অযোধ্যার অধীশ্বর জগতের পতি,
হায়! কেন আজি তাঁ'র এহেন দুর্গতি।

রমেশের সহ রমা পশিলা কাননে,
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী গেল অন্তর্দ্ধানে।
রঘুকুল জয়কেতু শোক-পারাবারে
বান্ধহ ত্বরায় সেতু অযোধ্যায় ফিরে।
তোমরা না গেলে গেহে পরাণ ত্যজিব,
রাম-হীন অযোধ্যায় কভু নাহি যাব।
যাঁহার শোকেতে পিতা গেলা স্বর্গপুরে,
মাতৃগণ অনুক্ষণ কান্দে অন্তঃপুরে,
প্রজাগণ হাহাকার করে অনিবার,
সে রাম বিহনে প্রাণে কি ফল আমার ?"
পিতার মরণ-কথা ভরতের মুখে
শুনিয়া, ধরিলা তুলি ভরতেরে বুকে।
বহু বিলাপিয়া রাম করিলা সাধন
পিতৃকৃত্য, ভ্রাতাপত্নী সহিত তখন।
তদন্তে পিতার আজ্ঞা পালিবার তরে
বলিলা ভরতে, "যাও অযোধ্যানগরে,
আমি না যাইতে পারি পাইলেও ক্লেশ,
পিতৃ-আজ্ঞা, বিশেষতঃ মাতার আদেশ ;
না যাইব আমি কভু না পালিয়া পণ।"
শুনি অনুনয় করে ভরত তখন।
না ফিরিলা যবে রাম বহুল যতনে
তখন ভরত বলে সজল-নয়নে ;
"যদি প্রভু, রাজধানী এবে নাহি যাও,
তবে তব পাদুকা-যুগল মোরে দাও।

সিংহাসনে রাখি' তব পাদুকা-যুগল,
কিঙ্কর সমান আমি সাধিব সকল।
যত দিন গৃহে তুমি না যা'বে রাজন্,
ততদিন নাহি যাব অযোধ্যা-ভবন,
নন্দিগ্রামে রাজ-পাট করিয়া স্থাপন,
ব্রহ্মচারিবেশে কাল করিব যাপন।"
এত বলি' সীতারামে করিয়া প্রণতি,
পাদুকা লইয়া যায় ভরত সুমতি।
ভরতে বিদায় করি রাম মহামতি,
দণ্ডক কাননে গিয়া করেন বসতি।
যথা বসন্তের ফুল, নিদাঘের ফল,
পিক শুক বিহগের সুধাময় কল,
মলয়-সমীর ধীর, সুচারু নির্ঝর
কাবেরী তটিনী তটে শোভে নিরন্তর।
একদা পশিল তথা রাবণ-ভগিনী
শূর্পণখা নাম ধনী, বিধবা কামিনী।
অন্যায় বাসনা তা'র করিয়া শ্রবণ
লক্ষ্মণ করিলা তা'র নাসিকা ছেদন।
ইথে কোপ-সমাকুল কৌণপের কুল,
আসিল সমরে বল লইয়া বিপুল।
শ্রীরাম একাকী কিন্তু শত শত শূরে,
পাঠাইলা ভীমবাণে শমনের পুরে।
পড়িল সমরে খর, পড়িল দূষণ,
সূর্পণখা-মুখে ইহা শুনিল রাবণ।

রামের বিক্রম ভাবি' ভীত হ'য়ে মনে,
কৌশলে হরিল সীতা মারীচ ছলনে।
পথ মাঝে জটায়ুর সনে করি রণ,
মৃতপ্রায় করি তাঁয় চলিল রাবণ।
আপন ভবনে গিয়া অশোক-কাননে
রাখিল সীতায় অতি কঠোর শাসনে।
এদিকে, শ্রীরাম সীতাবিরহে কাতর,
শোকে, তাপে, অপমানে হ'য়ে জরজর,
সরসী, সরিত-তীর, নিকুঞ্জ কানন
খুঁজিলা লক্ষ্মণ সহ করি প্রাণপণ।
কোথায় না পেয়ে সীতা কৌশল্যানন্দন
লক্ষ্মণে বলিলা, "ভাই, করহ স্মরণ,
বিমাতা কেকয়ী অতি সুমতি নিশ্চয়,
তাই মোর বনবাস করিলা নির্ণয়।
যে জন আপন নারী রক্ষিতে না পারে,
বিশাল রাজ্যের ভার শোভা পায় তারে?
সগরের কীর্ত্তি হয় বিশাল সাগর,
ভগীরথ-কীর্ত্তি গঙ্গা সবার গোচর।
সেই কুলে জাত আমি পাপী দুরাচার,
শক্তি নাই এক ভার্য্যা রাখিতে আমার।"
রামের বচন শুনি' কহিলা লক্ষ্মণ,
"এ বিলাপ-হাহাকারে কি ফল এখন?
বিশেষ যতন পুনঃ করি সীতা তরে,
অবশ্য তাঁহার বার্ত্তা পাইব সত্বরে।"

ইহা স্থির করি, পুনঃ চলে দুই ভাই,
হেরে দূরে এক পক্ষী, দুই পক্ষ নাই।
নিকটে যাইয়া তা'য় পুছিলে দু'জন,
পক্ষী বলে "মম নাম জটায়ু, সুজন!
মহারাজ দশরথ মম সখা হন,
তাঁ'র বধূ হ'রে নিল লঙ্কার রাবণ;
রোদনে আকুলা সতী সীতায় হেরিয়া
এ দশা আমার হ'ল, রাবণে যুঝিয়া।
তুমি রাম, গুণধাম, মম প্রাণ যায়,
আমার অন্তিম কার্য্য করিও ত্বরায়।"
এত বলি পক্ষিবর ত্যজিলে জীবন,
তদীয় অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিলা দু'জন।
অনন্তর, লক্ষ্য করি লঙ্কেশ ভবনে
চলিলা, রাঘবযুগ ত্বরিত গমনে।
পথে করি মৈত্রী রাম সুগ্রীবের সনে
কপিরাজ করে তা'য় সীতাত্রাণ-পণে।
বিনাশি' বালিরে ছলে, করে যুবরাজ
তা'র সুত অঙ্গদেরে, পেয়ে বড় লাজ।
অনন্তর চারিদিকে গেল বহু চর,
দক্ষিণে ধাইলা হনুমান বীরবর।
সমুদ্র লঙ্ঘন করি, পশিয়া লঙ্কায়,
প্রবল দহনে দগ্ধ করিলা তাহায়।
সীতার সংবাদ পরে দিলা রঘুবরে,
"রাম জয়" শব্দ করে যতেক বানরে।

সবল বানর-বল অমেয় অপার,
হনুমান, জাম্ববান, নল, নীল আর
অঙ্গদ, সুষেণ আদি ল'য়ে বীরগণে,
সুগ্রীব লঙ্কায় গেলা দাশরথি-সনে।
সাগরে বাঁধিয়া সেতু অসাধ্য সাধিলা,
রাক্ষস-সেনার মনে ভয় জন্মাইলা।
এ সব বারতা শুনি' কহে বিভীষণ
রাবণে বিনয় করি, "শুন হে রাজন্!
অব্যর্থ-প্রহরী রঘু-নন্দন দু'জন,
তাহাতে বানর-সৈন্য সঙ্গে অগণন,
এ হেতু শ্রীরামে সীতা করিয়া প্রদান
বিবাদ ভঞ্জন কর, ভূপতি প্রধান!"
শুনিয়া রাক্ষস-রাজ হইয়া কুপিত
বিভীষণে মারে লাথি, নাহি শুনে হিত।
ইথে বিভীষণ চায় রামের শরণ,
নিষেধ করেন রামে সুশীল লক্ষ্মণ।
"যাহার নাহিক প্রীতি স্বজনের প্রতি,
অপরে কি হয় তা'র প্রীতি, মহামতি?
অতএব বিভীষণে কর দূর প্রভু,
বংশ-নাশে রত পাপে রাখিও না কভু।"
শ্রীরাম বলেন "শুন, সুধীর লক্ষ্মণ,
বিভীষণে আশঙ্কিত হ'ও না কখন,
কভু পর বন্ধু হয় অতি হিতকর,
বন্ধুও কখনো হয় অহিত-তৎপর,

দেহ-জাত রোগ হয় অহিত-কারণ,
বনজ ভেষজে করে হিতের সাধন।”
এত শুনি’ দিব্য করে সেই পুণ্যজন,
“চির-দাস আমি তব, দেব নারায়ণ!
যদি প্রভু, করি কভু অপকার তব,
তবে যেন হয় মম অভোগ বিভব।
তবে যেন বহু সুত জনমে আমার,
কলিযুগে হই যেন ব্রাহ্মণ-কুমার।
সত্য ধর্ম্ম ত্যজি’ যেন ম্লেচ্ছ-ধর্ম্ম ধরি,
কদাচ না স্মরি যেন হৃদয়ে শ্রীহরি।
দাস-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া দয়াময়,
যাপি যেন চাটুবাদে জীবিত সময়।”
এত বলি’ বিভীষণ প্রণিপাত করে
শ্রীরামে প্রথমে, আর লক্ষ্মণেরে পরে।
অগ্নি সাক্ষী করি মৈত্রী করে রাম সনে
“রাম জয়” শব্দ করে কপিবরগণে।
অনন্তর ঘোরতর হইল সমর,
রাক্ষস বানর-নরে জীবক্ষয়কর।
জয়-লক্ষ্মী রামপক্ষ করিলা আশ্রয়,
বহুকাল পরে হ’ল রাক্ষসের ক্ষয়।
মরিল রাবণ রাজা, কুম্ভকর্ণ আর
মেঘনাদ, বীরবাহু প্রভৃতি কুমার,
তরুণ তনয়গণ মরিল সমরে,
বীর-হীনা লঙ্কাপুরী হ’ল একেবারে।

রাবণ মরণ-কালে ডাকি' রঘুবরে,
জানা'ল মানস-ভাব সরল-অন্তরে।
কহিল, "হে নারায়ণ! তুমি তেজোময়,
শঙ্করের সনে তুমি অভেদ নিশ্চয়।
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস অজেয় যে জন,
বধিলা সগণে তুমি সেই পুণ্যজন।
মেঘনাদ—জয়নাদ ত্রিদিবে যাহার,
সেই ইন্দ্রজিতে বধে সাধ্য ছিল কার?
কিন্তু, তব শক্তিবলে হ'য়ে শক্তিমান্,
লক্ষ্মণ বধিলা তা'রে, জানিয়া সন্ধান।
তোমার অজ্ঞাত তত্ত্ব নাহিক ভুবনে,
তথাপি ভুবন-হিত বলিব বচনে।
আশু কর সাধু কাজ, বিলম্বে কুকাজ,
তা' হ'লে গাইবে যশঃ সাধুর সমাজ।
যতই বিবাদ তুমি কর না ভুবনে,
মিলন আপন গৃহে রাখিবে যতনে।
প্রবলের সনে কভু না কর কলহ,
দুর্ব্বলের প্রতি কৃপা কর অহরহঃ।
সমানের সনে কর বিবাদ, মিলন,
স-মান সমান বিনা না যায় কখন।
ক্ষমা কর দয়াময়, কর পরিত্রাণ,
কহিতে না পারি আর, বাহিরায় প্রাণ।"
বলিয়া রাবণ রাজা ত্যজিলা জীবন্,
"জয় রাম" শব্দ করে কপিবরগণ।

সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান, বিভীষণ,
হনুমান, নীল, নল আদি বীরগণ,
অসংখ্য বানর—যাঁরা অতুলন বলে,
এদের বুদ্ধিতে আর বাহুবল-ফলে
রক্ষিত রাক্ষস হ'তে রাঘব যুগল,
সীতার উদ্ধার, আর জগতী-মঙ্গল।
হইল সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ব্যাপার,
দেবগণ "সতী সীতা" বলে বারবার।
দেখিয়া শুনিয়া রাম জানিলা নিশ্চয়,
সীতার চরিত অতি বিমলতাময়।
অতঃপর সীতা সতী ল'য়ে রঘুবর
স-লক্ষ্মণ বন্ধুগণে চলিলা সত্বর,
বিভীষণে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করি,
ভরতে মিলিয়া যান অযোধ্যানগরী।

অযোধ্যার সিংহাসনে করি আরোহণ,
মাতৃগণে আনন্দিত করি অনুক্ষণ,
সন্তান-সমানরূপে পালি' প্রজাকুল,
উজলিলা নিজগুণগ্রামে রঘুকুল।
পূর্ণগর্ভা সীতা ত্যজি' প্রজার রঞ্জনে,
ত্যজিলা প্রতিজ্ঞা তরে প্রাণের লক্ষ্মণে।
অবশেষে দুঃখময় আপন জীবন
গো-তরণ-তীর্থে ত্যজি, ল'য়ে বন্ধুগণ
চলিলা বৈকুণ্ঠে দেবদেব নারায়ণ।
"জয় রাম, জয় রাম", গায় কবিগণ।

সীতার সমান সতী দুর্লভ ভুবনে,
কিন্তু চির-দুঃখে মাতা যাপিলা জীবনে।
পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃ-প্রাণ, মাতৃ-আজ্ঞাকারী,
বীর্য্যবান, দয়াবান, নানা-গুণধারী,
ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ আর সত্যবাদ-রত,
প্রজার রঞ্জনে রত, সদা দৃঢ়ব্রত,
মনস্বী, তেজস্বী, প্রভু প্রেমের নিধান,
অমিত বিক্রমশালী, বীরের প্রধান,
জগতী-কণ্টকরাশিবিনাশী, সুরূপ,
রামের গুণের কথা অতি অপরূপ।
ভরত, লক্ষ্মণ দুয়ে অতি বীর্য্যবান,
নানা গুণে গুণবান, ধার্ম্মিক প্রধান।
ভ্রাতৃভক্তি-শেষসীমা দেখা'য়ে ভুবনে
রহিলা, আপন গুণে বিশ্বের স্মরণে।
ভক্তিময় রামায়ণ পড় শিশুগণ !
মাতা-পিতৃভক্তি শিখ রামের সদন।
ভ্রাতৃ-ভক্তি শিখ স্মরি ভরত-লক্ষ্মণে,
প্রভুভক্তি শিখ স্মরি পবন-নন্দনে।
রত্নাকর রত্নাকর, এ হেন রতন
যাঁহার মানসী সৃষ্টি, ধন্য সেই জন !

সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

চন্দ্রবংশে ছিলা এক রাজা গুণবান্
শান্ত দান্ত শান্তনু নামক কান্তিমান্।
যাঁ'র রূপ গুণ হেরি দেবী মন্দাকিনী
হইলা তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনী।
গঙ্গার গরভে জাত হ'লে দেবব্রত,
আনন্দে হইলা দেবী স্বীয়ধাম-গত।
দেবব্রত-গুণরাশি বর্ণিতে কে পারে?
মহাকবি ব্যাস যাঁ'রে বর্ণিবারে হারে।
শৌর্য্য, বীর্য্য,গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য আদি শত-
গুণরাশি বিভূষিত, পিতৃ-অনুগত,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বর্গ চতুষ্টয়ে
অবিরোধে রত সদা সু-তরুণ হ'য়ে।
দেবরত দেবব্রত হেন সুত যা'র,
কিসের অভাব বল জগতে তাহার?
তথাপি আকুল রাজা দারান্তর তরে,
রূপবতী ধীবর সুতার রূপ হেরে,
কিন্তু অনুরক্ত সুত বিরক্ত বা হয়,
এই ভয়ে সে কথায় নাহি প্রকাশয়।
এদিকে সুমতি সুত জানিয়া কৌশলে,
ধীবর সকাশে গেল অতি কুতূহলে,

কুমার প্রস্তাবে হ'ল সম্মত ধীবর,
কিন্তু সে কঠোর পণ চাহে দৃঢ়তর।
শুনিয়া সে পণ কহে ধীর দেবব্রত,
তোমার বচনে আমি হইনু সম্মত,
রাজগণ মাঝে আমি করিতেছি পণ,
করিব না, করিব না বিবাহ কখন,
পিতার সন্তোষ তরে হ'ব ব্রহ্মচারী,
কদাচ না হ'ব আমি রাজ্য অধিকারী।
শুনিয়া ভীষণতর কুমার-বচন
ভীষ্ম নাম দেবব্রতে দিলা রাজগণ,
অতঃপর অকাতরে ধীবর কন্যায়
শান্তনু ভূপালে দেয় সানন্দ হিয়ায়।
সুকঠোর সত্যহেতু বিবাহ কারণ
সত্যবতী নাম পেল রমণী রতন।
নব রাণী গর্ভে ধরে যুগল কুমার
নামেতে বিচিত্র বীর্য্য, চিত্রাঙ্গদ আর।
রাজার মরণ পরে চিত্রাঙ্গদ বীর
যবন সমরে মরে হইয়া অধীর।
বিচিত্রবীর্য্যের দুই মহিষী যখন
ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুনামে প্রসবে নন্দন।
সে কালে বিচিত্রবীর্য্য না ছিলা জীবিত,
পৌত্র হেরি সত্যবতী হন হরষিত।
জন্মান্ধ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠজন
না পারিলা রাজ্যলাভ করিতে যখন,

তখন পাণ্ডুর হ'ল রাজ্য-অধিকার,
কুরুর বিমল কুল উজ্জ্বল আবার।
গন্ধার-রাজের কন্যা গান্ধারী সুন্দরী,
শকুনি যাঁহার ভ্রাতা পাশক্রীড়াকারী।
ধৃতরাষ্ট্র সনে তাঁ'র হ'ল পরিণয়,
শত সুত, সুতা এক তাঁ'র গর্ভে হয়।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি সুতগণ,
দুঃশলা কন্যার নাম বিদিত ভুবন।
ভগদত্ত-কন্যা হয় দুর্য্যোধন-নারী
ভানুমতী নামে খ্যাতা পরমা সুন্দরী।
সিন্ধুপতি জয়দ্রথ দুঃশলার পতি
রূপে, গুণে, কুলে, শীলে সুবিখ্যাত অতি।
অন্ধরাজ সুত আর ছিল একজন
যুযুৎসু তাহার নাম ন্যায়পরায়ণ।
কুন্তী, মাদ্রী নামে দুই পাণ্ডুরাজ নারী
যাহাদের রূপ গুণ বর্ণিবারে নারি।
অভিশপ্ত পাণ্ডুরাজ নারীদ্বয় সনে
গৃহ ত্যজি' বাস করে গিয়া তপোবনে।
তথায় জন্মিল পঞ্চ নন্দন তাঁহার
ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিযুগল-আকার।
রত্নগর্ভা কুন্তী গর্ভে জন্মে সুত তিন
যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন প্রবীণ।
মাদ্রীর গরভে হয় যমজ সন্তান—
নকুল ও সহদেব রূপের নিধান।

পাণ্ডুর মরণ পরে মাদ্রী গুণবতী,
সহমৃতা হন সতী আলিঙ্গিয়া পতি।
হস্তিনা নগরে যান পাণ্ডু-সুতগণ
জননীর সনে,স্মরি শ্রীমধুসূদন।
ভীষ্ম আদি কুরুবৃদ্ধ সিদ্ধসাধুগণ
করেন গ্রহণ সবে করিয়া যতন।
ষড়ধিক শত কুরু-কুমার মাঝারে
ধর্ম্মরাজ বয়োগুণে শ্রেষ্ঠ সবাকারে,
দুর্য্যোধন সমবয়াঃ ভীমসেন সনে,
যে দু'য়ে প্রবল বলী গণে বীরগণে।
কৃপের সমীপে শিক্ষা প্রথমে সবার,
পরে দ্রোণ শিক্ষাদাতা হন সবাকার।
হ'ল সুশিক্ষিত শস্ত্রে সকল কুমার,
অর্জ্জুন হলেন কিন্তু প্রধান সবার।

করেছিলা সখ্য দ্রোণ দ্রুপদের সনে,
শৈশবে ছিলেন যবে মুনিতপোবনে।
অশ্বত্থামা দ্রোণপুত্র দুগ্ধ পান তরে
কান্দিলে, যাইয়া দ্রোণ কাতর-অন্তরে,
পূর্ব্ব সখা দ্রুপদ ভূপতি সন্নিধানে,
পূর্ব্ব সখ্য উল্লেখিলা অতি সাবধানে।
শুনিয়া দ্রুপদ বলে অতি কোপভাবে,
ভূপালে কাঙ্গালে মিল কোথারে সম্ভবে ?
শুনি সুদুঃখিত চিত দ্রোণ বীরবর,
সে পুরী ত্যজিয়া যান হস্তিনা নগর।

চিনিয়া তাঁহারে ভীষ্ম রাখিলা যতনে,
পৌত্রগণে অস্ত্র-শিক্ষা-প্রদান-কারণে।
করিলা কুমারগণে সুশিক্ষা-বিধান
কিছু দিনে, তথা দ্রোণ করি অবস্থান।
শিক্ষান্তে পরীক্ষা তরে হ'ল রঙ্গালয়,
শিল্পি-বিরচিত অতি চারু শোভাময়।
কুমারগণের শিক্ষা পরীক্ষা সময়ে,
কর্ণ নামে একবীর পশে রঙ্গালয়ে।
কুন্তীর কন্যকা-কালে ভানুর মিলনে,
কর্ণের জনম হয় অতি সঙ্গোপনে।
ত্যজে কুন্তিভোজ-সুতা জাত মাত্র তা'য়,
অধিরথ-পত্নী রাধা পালিল তাহায়।
অর্জ্জুন সবার বড় হইলা যখন,
কর্ণ বলে মোর সনে যুঝহ এখন।
কৃপাময় কৃপাচার্য্য কহিলা তখন,
"হীন সনে নাহি যুঝে নৃপতি নন্দন;
এ হেতু করহ তুমি পরিচয় দান!"
বলিতে বলিতে সবে পরিচয় পান।
ভীম বলে, "রে রাধেয়! অশ্ব-রশ্মি ছাড়ি,
কেন রে সমরে তোর এত তাড়াতাড়ি?"
অর্জ্জুন বলেন, "পাপ, পলারে এখন,
ছুঁচো মারি' হাতে গন্ধ না করি কখন।"
শুনিয়া কহিল কর্ণ, "কেন বাণী হান,
অস্ত্র বরিষণ করি, শক্তি মোর জান।"

কর্ণের কথায় কেহ নাহি দিল সায়,
তেঁই সে সভায় কর্ণ পরাজয় পায়।
অর্জ্জুন-ভীমের জয় হেরি দুর্য্যোধন,
অঙ্গরাজ করে কর্ণে স্বহিত কারণ।
দেখি' কর্ণ-পক্ষপাতী সবে দুর্য্যোধনে
বিবাদ ভঞ্জন তরে নিবারয়ে রণে।
কহিলা সভায় দ্রোণ, "অর্জ্জুন সমান
নাহি বীর ত্রিভুবনে গুণের নিধান।
অশ্বত্থামা মম পুত্র, তদধিক হয়
আমার স্নেহের পাত্র অর্জ্জুন নিশ্চয়।"
পরে সভাভঙ্গে দুর্য্যোধন কর্ণ সনে
করিলা মিত্রতা জ্ঞাতি জয়ের কারণে।
পরীক্ষান্তে গুরু দ্রোণ চাহিলা দক্ষিণা,
দ্রুপদের পরাজয় করিয়া বাসনা।

চলিল কুমারগণ, পালিতে গুরু-বচন,
পঞ্চাল প্রদেশে অগণন সৈন্য সহ।
হ'ল রণ ভয়াবহ, দ্রুপদ নৃপতি সহ,
শুধু রব মার মার আর রহ রহ॥
দুর্য্যোধন-আদি শত, সহোদর এক-মত,
কর্ণ সনে মিলে যবে হারিল আহবে।
তখন পশিলা রণে, দুর্জ্জয় পাণ্ডবগণে,
ভীমতর পরাক্রমে বর্ষি বাণ জবে॥

হারাইলা দ্রুপদেরে, আনিলা বাঁধিয়া তাঁ'রে,
গুরুর চরণে দিলা জীবিত দশায় ।
দক্ষিণা পাইয়া ধীর, অশেষ প্রকারে বীর,
করিলা আশিষ গুরু পাণ্ডব সবায় ॥
বিপদে পতিত হেরে, ভূপতি দ্রুপদ বীরে,
সম্ভাষিয়া তাঁ'য় দ্রোণ মধুর বচনে ।
কহিলা, কি এবে সাজে, সখ্য দীনে নররাজে,
বল বল যজ্ঞসেন বিচারিয়া মনে ॥
মমাধীন এবে তব, জীবন, বিভব সব,
কিন্তু বন্ধু প্রাণ নাহি নাশিব কখন ।
পঞ্চালের অর্দ্ধভাগ লইলাম, কর ত্যাগ,
দিলাম অপর ভাগ তোমারে রাজন্ !
এত বলি মুক্ত করি, দ্রুপদেরে পরিহরি,
শিষ্যগণ সহ দ্রোণ যান হস্তিনায় ।
যজ্ঞসেন হতমান, করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
অরিনাশ তরে পরে কম্পমান-কায় ॥
সুত সুতা লভি তায়, অন্তরে আশ্বাস পায়,
গুরু দ্রোণ কুরুকুল বিনাশ কারণ ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৃষ্ণা নাম, রূপ-গুণ রাশি-ধাম,
তনয় তনয়া মরি ভবে অতুলন ॥
গুরু এ বারতা শুনি, যতনে শিখান গুণী,
ধৃষ্টদ্যুম্নে নানাবিধ অস্ত্রের সন্ধান ।
আপন অন্তকে যত্ন, ধন্য সেই দ্বিজ রত্ন,
জগতে হইলা ধন্য, অপূর্ব্ব আখ্যান ॥

অতঃপর ধর্ম্মরাজে করে যুবরাজ,
রাজ্যের শাসন তরে ধীর কুরুরাজ।
যুধিষ্ঠির মহাবীর ভ্রাতৃগণ সনে
নানাদেশ করে জয় আনন্দিত মনে।
বিচিত্রবীর্য্যের আর পাণ্ডুর যথায়;
হয় নাহি জয়, জয়ী অর্জ্জুন তথায়,
ভীমের অসীম ভীম বাহুবল আর
করিল নিখিল ধরা ধর্ম্ম-অধিকার।
পাণ্ডব-প্রভাব ভেবে হইল মলিন,
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৌন্তেয় কানীন।
শকুনির সনে তারা করিয়া মন্ত্রণা,
ধৃতরাষ্ট্র মত তায় করিয়া যোজনা,
জতুগৃহে পাণ্ডুসুতগণে বধিবারে,
পাঠায় বারণাবত নগর মাঝারে।
বিদুরের বুদ্ধিবলে পাণ্ডুসুতগণ
রক্ষা পান মাতা সহ করি পলায়ন।
পলায়নকালে গৃহে করি অগ্নি দান,
নগর বাহিরে তাঁরা সাবধানে যান।
দৈবযোগে জতুগৃহে ছিল এক নারী,
পঞ্চসুত সনে ঘুমে যাপিতে শর্ব্বরী।
ভস্মসাৎ হ'ল সেই প্রবল দহনে,
মরিল সে পঞ্চসুত দহন দাহনে।
পুরোচন নামে যেই পাপাশয় নর
নির্ম্মাইল দুর্য্যোধন মতে জতুঘর,

এ অগ্নি তাহার ঘরে লাগিল যখন
ত্যজিল সে পাপাশয় তখনি জীবন।
পরদিন সবে বলে শব দরশনে
মরিল পাণ্ডবগণ কুন্তীদেবী সনে,
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম দ্রোণে ধিক্ শতবার,
হায় রে করিল তা'রা হেন ব্যবহার?
  এদিকে পাণ্ডবগণ জাহ্নবীর পারে
যাইবার তরে হন চিন্তিত অন্তরে।
হেনকালে তথা গিয়া এক কর্ণধার,
পাণ্ডুরাজ সুতগণে করি নমস্কার,
কহিল, "ক্ষত্তার আমি পরম বান্ধব,
প্রাণের সমান মম সকল পাণ্ডব।
বিদুর প্রেরিত আমি, আইস ত্বরায়
পার তরে চড় এবে আমার নৌকায়।"
শুনিয়া পাণ্ডবগণ হইলা সত্বর,
নৌকাযোগে গঙ্গাপারে গেলা দ্রুততর।
ভাগীরথী পারে পরে গহন কাননে
নিশায় নিবাসে, পড়ি অরি আক্রমণে,
নাশিলা হিড়িম্ব নামা রাক্ষসেরে ভীম
প্রকাশিয়া ভুজবল অতুল অসীম।
করি পরিণয় পরে তার সহোদরা
হিড়িম্বা নামিকা রূপগুণে মনোহরা;
জন্মাইয়া ঘটোৎকচ বিকট সন্তানে,
করিলা প্রয়াণ একচক্রা সন্নিধানে।

একচক্রা নগরীতে হয়ে উপনীত
ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করে বিধিমত,
দ্বিজ বলি নিজপরিচয় দান করি,
ভীম, কুন্তী বিনা সবে ভিক্ষাবৃত্তি ধরি।
কিছুদিন বাস করি সে চারু নগরী,
বকে বধ করি ভীম পাণ্ডব কেশরী
করিলেন নিরাপদ পুরবাসী সবে,
লভিলা বিপুল যশ বিক্রম বিভবে।
শুনিলা তথায় ব্যাস পিতামহ হ'তে
দ্রৌপদীর স্বয়ংবর পঞ্চাল দেশেতে।
তথায় চলিলা পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার
কুন্তী দেবী সঙ্গে, সবে প্রসন্ন আকার।
দিবানিশ অনিশ করিয়া পর্য্যটন
যাইয়া নামেতে তীর্থ সোমাশ্রয়ায়ণ
প্রদীপ্ত আলোক হস্তে অগ্রেতে অর্জ্জুন,
গঙ্গাতীরে যান কুন্তী সহ সুতগণ।
পার্থ তথা চৈত্ররথ গন্ধর্ব্বের সনে
করিয়া বিবাদ তা'রে হারাইয়া রণে,
গুণবান পুরোহিত রাখা প্রয়োজন
জানিয়া, করিলা ধৌম্যে সে পদে বরণ।
পঞ্চালে যাইয়া পরে কুম্ভকারালয়ে
নিরূপিলা বাসস্থান আনন্দিত হ'য়ে।
মাতায় রাখিয়া গেহে করিয়া আশ্রয়
ব্রাহ্মণের বৃত্তি ভিক্ষা যাপয়ে সময়।

ভূপ যজ্ঞসেন মনে ছিল অভিলাষ
কিরীটীরে কন্যাদানে, লোকে অপ্রকাশ।
ইষ্ট পাত্র পাইবার মানসে এখন
নির্ম্মাইলা দুরানম্য এক শরাসন,
কৃত্রিম আকাশ যন্ত্র করিয়া নির্ম্মাণ,
তা'র সহ করি লক্ষ্য স্থাপন বিধান
করিলা ঘোষণা—"এই সজ্য শরাসনে
শরের সন্ধান করি যন্ত্রের লঙ্ঘনে
লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে যে সমর্থ হইবে,
মম পণ সেই জন এ কন্যা পাইবে।" (১)
শুনিয়া ঘোষণা নানা দেশের ভূপতি
পঞ্চাল নগরে গেলা সবে দ্রুতগতি।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন কর্ণের সহিত
শকুনি, বৃষক, বৃহদ্বল বলান্বিত,
মহাবীর অশ্বত্থামা, ভোজরাজ আর
বিরাট, উত্তর, শঙ্খ সূর্য্যবংশ সার,
বাসুদেব আদি যত যাদব প্রধান
ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, শল্য, চেকিতান,

---

(১) মূল মহাভারতে দ্রুপদের প্রতিজ্ঞা যেরূপ আছে, উপরিভাগে তদ্রূপই লিখিত হইল। কিন্তু ইহার পরে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্যে জানা যায় যে, যন্ত্রের ছিদ্রদ্বার দিয়া পঞ্চ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক লক্ষ্য পাতিত করিবার প্রতিজ্ঞা ছিল।

জলসন্ধ, জরাসন্ধ, জয়দ্রথ বীর
মহীপাল শিশুপাল সমরে সুধীর,
আর আর অগণন নৃপতি মণ্ডল,
ঘোষণা শুনিয়া যায় স্বয়ংবর স্থল।
স্বয়ংবর স্থলে গিয়া নৃপ সুতগণ
মনে মনে কতরূপ করিলা কল্পন।
অবশেষে ধনু হেরি অনেকেই ভীত,
কেহ কেহ কন্যা লোভে হইল ধাবিত।
আহত, বিক্ষিপ্ত কিন্তু শেষে রাজগণ
সে ভীষণ শরাসন স্পর্শনে যখন,
তখন উঠিয়া কর্ণ সর্ব্ব-বীরবর
ধনুকে যোজনা করে ছিলা আর শর।
হেরি কর্ণে ভাবে মনে পাণ্ডুসুতগণ
লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য্য হইবে এ জন।
এদিকে দ্রৌপদী হেরি কর্ণের চেষ্টিত,
মুক্তকণ্ঠে তেজস্বিনী কহিলা ত্বরিত,
"না করিব সূত-সুতে কদাচ বরণ।"
শুনিয়া তখনি কর্ণ ত্যজে শরাসন,
সামর্ষ হাস্যেতে চাহি দ্রৌপদীর প্রতি
সূর্য্য সন্দর্শন করি বসে মহামতি।
পরে যান শিশুপাল, কিন্তু পরিণামে
ভগ্নজানু হইয়া পড়িলা ধরাধামে।
মহাবীর্য্য জরাসন্ধ হইয়া আহত
ধনুঃস্পর্শে, ভূমিতলে হইলা পতিত।

জ্যারোপণকালে শল্য পড়ে মহীতলে,
এরূপে বিমুখ যত নৃপতি মণ্ডলে।
বিমুখ এরূপে হলে সব রাজগণ,
বিপ্র সভা হ'তে উঠে ইন্দ্রের নন্দন।
অর্জ্জুনে ধনুক-দিকে প্রস্থিত হেরিয়া,
বহু বিপ্র নিবারয়ে চীৎকার করিয়া।
বিমনা হইয়া কেহ রহিল তখন,
কেহ কেহ হইলেন আনন্দে মগন।
কেহ কেহ পরস্পর করিলা মন্ত্রণা—
"অসম্ভব কর্ম্মে দেখি ইহার বাসনা,
যে কার্য্যে পারগ নহে ক্ষত্রিয় সকল
শল্য আদি সুবিখ্যাত অতি মহাবল,
অকৃতাস্ত্র হীন বল ব্রাহ্মণ-নন্দন
কৃতকার্য্য তাহে হবে কেমনে এখন?
কন্যার গ্রহণ হর্ষে হইয়া মোহিত,
কিংবা অভিমান ভরে হইয়া গর্ব্বিত,
লোভ চপলতা বিপ্র স্বভাব সুলভ,
অথবা তাহার তরে, না ভাবিয়া সব,
এ দুষ্কর কর্ম্মে রত হই'ছে এ জন;
না হইলে কৃতকার্য্য, যত রাজগণ
সাতিশয় উপহাস করিবে ব্রাহ্মণে,
অতএব নিবারণ করহ গমনে।"
কোন কোন ধীর দ্বিজ কহেন তখন,
"উপহাস পাত্র মোরা না হব কখন,

লাঘব মোদের নাহি হবে কোন রূপ,
না করিবে দ্বেষ বিপ্রে কদাচন ভূপ।”
কেহ কেহ কহিলেন, “হের হে আকার
শরাসন-অভিমুখী সুরূপ যুবার,
পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত বদন,
গজেন্দ্র বিক্রম আর মৃগেন্দ্র গমন,
এ হেতু না হবে কভু বিফল-যতন
আপন করমে এই ব্রাহ্মণ-নন্দন।
বিশেষ অসাধ্য নাই, দ্বিজের ভূতলে,
অনাহার, ফলাহার, দৃঢ় ব্রত বলে,
এ হেতু এথানে রহি কর দরশন।”
শুনিয়া সম্মত হল সকল ব্রাহ্মণ।
ধনুর সমীপে রহি অচলের প্রায়
শুনিলা অর্জ্জুন সব দ্বিজের কথায়।
পরে নমি বরপ্রদ দেব ত্রিলোচনে,
স্মরি হরি, প্রদক্ষিণ করি শরাসনে,
নিমেষের মাঝে ছিলা লাগাইয়া তায়,
পঞ্চ শর সাবধানে লইলা ত্বরায়।
পরে ছিদ্রপথে সেই সমর-কেশরী
সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করি,
ভূতলে পাতিত তায় করিলা যখন,
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলা তখন,
সভা মধ্যে হ’ল তবে মহা কোলাহল,
জয় জয় শব্দ করে ব্রাহ্মণ মণ্ডল।

লক্ষ্যবেধী ব্রাহ্মণেরে করে মাল্যদান
তখন দ্রৌপদী যথা-শাস্ত্রীয়-বিধান।
পঞ্চাল অর্জ্জুন কার্য্যে লভিলা সন্তোষ,
রাজগণ মনে হ'ল ভয়ানক রোষ।
কহিলেন রাজগণ, "একি অবিচার!
ক্ষত্র স্বয়ংবরে বিপ্রে কন্যা-উপহার!
অবধ্য ব্রাহ্মণে শুধু করি পরিহার,
করহ দ্রুপদে আজি সসৈন্যে সংহার।"
এত বলি রাজগণ অস্ত্র শস্ত্র ল'য়ে
হইল ধাবিত বেগে ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে,
দেখিয়া দ্রুপদ রাজ অতিভীত মনে
করিলা আশ্রয় সেই ব্রাহ্মণের গণে।
তাহা হেরি ভীমার্জ্জুন সম্মুখীন হ'য়ে
নিবারে নিমেষ মাত্রে পুরোগামি-চয়ে॥
মহাবল ভীমসেন বাম হাত দিয়া
মহামহীরুহ এক আনিলা তুলিয়া।
নিষ্পত্র করিয়া করে ধরি দাঁড়াইলা,
দণ্ডধারী কালান্তক যেন আগুলিলা।
হেরিয়া অর্জ্জুন ভয় করি পরিহার
শরাসনে শর যোগে করিলা টঙ্কার।
অর্জ্জুনের বীর্য্য হেরি কর্ণ মহাবীর
করিলা ভীষণ রণ সমরে সুধীর।
কিন্তু জয় লাভে হয়ে পরে সন্দিহান
কহিলা, "কি তুমি ধনুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমান,

অথবা কি রাম, রবি, কি মধুসূদন ?
শুপ্তি তরে বিপ্ররূপ করেছ ধারণ ?
ক্রুদ্ধ মোর সনে যুদ্ধে পারে কি অপরে,
বিনা বীর্য্যবান্ পার্থ, কিংবা পুরন্দরে ?"
এত শুনি কহে পার্থ, "নহি আমি রাম,
পরাজিতে তোমা আমি করিছি সংগ্রাম।
ব্রাহ্ম-পৌরন্দর অস্ত্রে আমি সুশিক্ষিত,
দ্বিজাতি বলিয়া মোরে জানিবে নিশ্চিত।"
রাধেয় শুনিয়া এই অর্জ্জুন বচন
সুদুর্জ্জয় ব্রহ্মতেজ জানিয়া তখন,
সমরে বিমুখ হ'ল কম্পিত অন্তরে
রুধিরে প্লাবিত কায় বিপক্ষের শরে।
ভীমের ভীষণ রণে শল্য মহাকায়
মুষ্ট্যাঘাতে হীনবীর্য্য পড়িল ধরায়।
দেখি' রাজগণ রণে হইল বিরত,
জয় জয় শব্দ করে দ্বিজ শত শত।
অতঃপর পঞ্চভ্রাতা মাতার আদেশে,
বিশেষতঃ মহাঋষি ব্যাস উপদেশে,
দ্রুপদ-সম্মতি মতে কৃষ্ণা-পরিণয়
করিয়া, মাতার সহ সুখে তথা রয়।
এ দিকে কৌরবগণ শুনিল যখন,
লক্ষ্য-বেধী বিপ্র নহে পাণ্ডুর নন্দন।
দুর্য্যোধন নানারূপ করিয়া উপায়
পাণ্ডব বিনাশ তরে জানা'ল রাজায়।

কর্ণ বলে, "মহারাজ, বিক্রমের বলে
নাশিব সমরে আমি, পাণ্ডুসুতদলে,
সাম, দান, ভেদ এই উপায় ত্রিতয়
নতুবা বিফল হ'বে, জানিবে নিশ্চয়।"
ধৃতরাষ্ট্র ধন্যবাদ কর্ণে করি দান
ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরেরে করিলা আহ্বান॥
তাঁহাদের মতে শেষে পাণ্ডুসুতগণে,
অর্দ্ধরাজ্য দান করি পরম যতনে,
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনের তরে
করিলা আদেশ ভূপ কুণ্ঠিত অন্তরে।
বলদেব, বাসুদেব স্বয়ংবর হ'তে
এতকাল ছিলা দোঁহে পাণ্ডব সঙ্গেতে।
ইন্দ্রপ্রস্থে রাখি' পঞ্চভ্রাতায় দু'জন
দ্বারবতী রাজধানী করিলা গমন।

ধর্ম্মরাজ ইন্দ্রপ্রস্থে হ'লে অধীশ্বর
ক্রমশঃ হইল তাহা পরম সুন্দর।
একমনে একপ্রাণে ভ্রাতৃগণ সনে
সন্তান সমান ভাবে পালি প্রজাগণে,
কৃষ্ণার সহিত সুখে করেন নিবাস,
পৃথার পূরিল এত দিনে অভিলাষ।

একদা নারদ ঋষি আসিয়া তথায়,
পরস্পর ভ্রাতৃভেদ বারণ আশায়
করাইলা পণ ঋষি ভাই পঞ্চ জনে,
"যখন মোদের কেহ দ্রৌপদী ভবনে

রহিবে, তখন তথা গেলে অন্যজন,
দ্বাদশ বরষ তরে যা'বে সেই বন।"
অতঃপর দেবঋষি করিলে গমন
বহুকাল সুখে তাঁ'রা করিলা যাপন।
একদা তস্করচয় করিল হরণ
অনেক বিপ্রের বহু-সংখ্যক গোধন।
ব্রাহ্মণ খাণ্ডব প্রস্থে আসিয়া ত্বরায়
কাঁদিয়া জানা'ল পার্থে সব বারতায়।
ব্রাহ্মণের দুখে দুখী হইয়া সুমতি,
আসীন দ্রৌপদী সনে জ্যেষ্ঠের সম্মতি
লইবারে, অস্ত্রাগারে করিলা প্রবেশ,
বাহিরিলা লয়ে শস্ত্র, জ্যেষ্ঠের আদেশ।
পরে স্বল্পকালে করি দস্যুর বিনাশ,
ব্রাহ্মণে গোধন দিয়া পার্থ মহেষ্বাস,
কহিলা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কথা যুধিষ্ঠিরে,
জানাইলা বনবাস-কথা ধীরে ধীরে।
নিবারিলা বার বার ধর্ম্মের নন্দন,
নিষেধিলা বনবাস, দেখায়ে কারণ,
কিন্তু দৃঢ়পণ সেই ইন্দ্রের কুমার
করিয়া আয়ুধস্পর্শ কহিলেন সার।
"কদাচ না হ'ব আমি সত্য-বিচলিত
ছল-ধর্ম্ম অবিহিত দেবের কথিত।"
বলিয়া এ হেন বাণী পার্থ মহামতি
জ্যেষ্ঠাদেশে যায় বনে করিতে বসতি।

বনবাসকালে পার্থ পরিণয় করি
কৌরব্য নাগের কন্যা উলূপী সুন্দরী,
নানাদেশ নানাতীর্থ করিয়া ভ্রমণ
মণিপুরে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন।
রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা করি পরিণয়
তথায়, তাহার গর্ভে জন্মিলে তনয়,
ভারদ্বাজ তীর্থ আদি পঞ্চ তীর্থে গিয়া,
কুম্ভীর-পঞ্চকে তুলি দেবীরূপ দিয়া,
গমনে আদেশ করি, চলিলা অর্জ্জুন
চিত্রাঙ্গদা দরশনে মণিপুরে পুনঃ।
হেরি তায় আর বভ্রুবাহন নন্দনে,
প্রভাসেতে শেষে গেলা আনন্দিত মনে।
প্রভাসে কৃষ্ণের সনে হলে দরশন,
হইলা পরমানন্দে উভয়ে মগন।
ভ্রমণ বৃত্তান্ত যত বলিয়া সথায়,
চলিলা তাঁহার সনে পার্থ দ্বারকায়।
তথায় কৃষ্ণের মত করিয়া গ্রহণ,
চারুরূপা সুভদ্রায় করিলা হরণ।
অবশেষে কৃষ্ণমতে যাদবের গণে
ভদ্রার বিবাহ দিল অর্জ্জুনের সনে।
এরূপে দ্বাদশ বর্ষ শেষ হ'লে পর,
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা পার্থ ভদ্রা-সহচর।
এদিকে যাদবগণ অসংখ্য রতন
লইয়া করিল ইন্দ্রপ্রস্থেতে গমন,

তথা গিয়া যথোচিত লভিয়া সৎকার,
অর্জ্জুনে, ভদ্রায় দেয় যৌতুক অপার।
বলদেব পুরঃসর যাদব-নিকর
রতনে, সম্মানে হয়ে পূজিত তৎপর,
দ্বারকায় প্রতিগত হইলা সকলে,
কেবল রহিলা কৃষ্ণ তথা কুতূহলে।
দেবকীনন্দন আর দেবেন্দ্রনন্দন
ইন্দ্রপ্রস্থে করি বাস সানন্দে দু'জন,
হইয়া মৃগয়াসক্ত যমুনার কূলে
নাশিতা সতত মৃগ-বরাহের কুলে।
অতীত হইলে হেন রূপেতে সময়,
সুভদ্রা গরভে এক হইল তনয়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ তার অপরূপ রূপ,
অভিমন্যু নাম তার অর্থ-অনুরূপ।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র পঞ্চ বর্ষে হ'ল
পঞ্চ পতি হ'তে, সবে অপ্রমিত বল।
প্রতিবিন্ধ্য, সুত সোম, শ্রুতকর্ম্মা আর
শতানীক, শ্রুতসেন এ পঞ্চ কুমার।
সুতগণে শস্ত্রশিক্ষা করিলা প্রদান
মহাবীর পার্থ শস্ত্র-রতন-নিধান।

খাণ্ডব বন দাহ।

একদা নিদাঘকালে যমুনার জলে
বিহারিতে কৃষ্ণার্জ্জুন যান কুতূহলে।
তথায় বিজনে দোঁহে হইলে আসীন,
সেখানে আসিলা এক ব্রাহ্মণ প্রবীণ।
কৃষ্ণার্জ্জুন যথোচিত করিলে যতন,
কহিলা তাঁ'দের দোঁহে ব্রাহ্মণ তখন।
অমিত ভোজন মম, হে গুণি-যুগল,
করুন ভোজন-আশা আমার সফল।
স্বীকার করিলে দোঁহে অর্জ্জুন, কেশব,
বিবরিয়া কহে বিপ্র বিবরণ সব।
আমি অগ্নি, খাণ্ডব দহনে মম আশ,
না পুরে ইন্দ্রের তরে মম অভিলাষ।
দেখিলে জ্বলিত মোরে মুষল ধারায়
বারি বরিষণে ইন্দ্র তখনি নিভায়।
এই ভিক্ষা মম এবে নর-নারায়ণ!
সহায় হইয়া কর মানস-পূরণ।
কহিলা অর্জ্জুনবীর বীর্য্যশালিবর,
"হে অগ্নে! দিব্যাস্ত্র মম আছে বহুতর।
তাহে আমি শত শত দেবরাজ সনে
যুঝিবারে পারি দেব, অকুণ্ঠিত মনে।
কিন্তু রণে যবে আমি প্রকাশি বিক্রম,
ভুজবেগ সহে হেন নাহি ধনু মম,

পারি আমি শীঘ্র শর করিতে ক্ষেপণ,
শরের আমার নাই কোন প্রয়োজন,
কিন্তু রথ মম শস্ত্রপুঞ্জের বহনে
অপারক, হুতাশন জানি আমি মনে।
অতএব পবন সমান বেগবান
পাণ্ডুবর্ণ অশ্ব, চারু রথ কর দান।
অসামান্য বাহুবল বৃষ্ণি বীর ধরে,
কিন্তু তাঁ'র অনুরূপ অস্ত্র নাই করে।
অতএব কর দেব নির্ণয় উপায়,
নিবারিতে বজ্রধরে যাহে পারা যায়।"
ভগবান হুতাশন শুনি পার্থবাণী,
জলেশ্বর বরুণেরে স্মরিলা তখনি।
আসিলে বরুণ, তাঁ'য় করি সমাদর,
কহিলেন হুতাশন, "শুন জলেশ্বর!
অর্জ্জুন গাণ্ডীবে, কৃষ্ণ চক্র দিয়া আর
সাধিবেন কোন এক মহান্ ব্যাপার,
এ হেতু গাণ্ডীব নামা দিব্য শরাশন,
অক্ষয় তূণীর দ্বয় অতি সুশোভন,
বানর-কেতন রথ মনোহর অতি,
দিয়াছিলা তোমা যাহা সোম মহামতি।
এবে সে সকল মোরে করহ প্রদান,
হও হে মদীয় কার্য্য সাধন নিদান।"
জ্বলনের বাক্য শুনি, বরুণ তখন
করিলা সে তিন দ্রব্য তাঁহারে অর্পণ।

হুতাশন সেই তিন দিলা ধনঞ্জয়ে,
বাসুদেবে দিলা চক্র দানব বিজয়ে।
তখন বরুণ দেব দিলা বাসুদেবে
কৌমোদকী গদা, যাহা অতুলন ভবে।
গেলা দেব নিজ স্থানে লইয়া বিদায়,
কৃষ্ণার্জ্জুন অনলের হইলা সহায়।
জ্বলিল খাণ্ডবারণ্য প্রচণ্ড অনলে।
তথাকার জীবজন্তু পুড়িল সকলে,
কেবল শার্ঙ্গক চারি বাঁচা'লে দহন,
ইন্দ্রের কৌশলে বাঁচে তক্ষক-নন্দন,
পার্থের কৃপায় ময় দানব বাঁচিল,
আর আর জীবগণ পুড়িয়া মরিল।
দেবগণ সহ দেবরাজ বজ্রধর
কৃষ্ণার্জ্জুনে বধিবারে মারিলেন শর,
স্বীয় অস্ত্রে পার্থ তাহা করি নিবারণ
পরাজিলা দেবগণে, তুষি হুতাশন।
অর্জ্জুনের বীর্য্য আর কেশবের বল
হেরিয়া আসিলা তথা অমর সকল।
কহিলেন পুরন্দর, দেবের দুষ্কর
সাধিলা মহৎ কার্য্য দুই বীরবর।
নহি রুষ্ট আমি এতে তুষ্ট অতিশয়,
বর চাহ, যাহা ইচ্ছা কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়!
অর্জ্জুন বলেন প্রভো! যদি দয়া তব,
দেও মোরে তবে অস্ত্র-সমস্ত-বিভব;

কহিলা দেবেন্দ্র স্বীয় নন্দনে তখন,
"পাইবে তখন, শিব প্রসন্ন যখন।"
কহিলেন বাসুদেব, "ওহে সুরেশ্বর,
পার্থ সনে চিরপ্রীতি দেহ এই বর।"
"তথাস্তু" বলিয়া ইন্দ্র গেলা সুরালয়ে
দেবগণ সনে, অগ্নি- অনুজ্ঞায় লয়ে।
তৃপ্ত অগ্নি-আজ্ঞা লভি চলিলা তখন,
কৃষ্ণার্জ্জুন, ময় সেই যামুন সদন।

সভাপর্ব্ব।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি পুটে কহে ময়!
বাসুদেব সন্নিধানে করিয়া বিনয়।
"শুন ধনঞ্জয়! মোরে করিয়াছ ত্রাণ,
প্রতি উপকার তব কি করি বিধান!"
কহিলা অর্জ্জুন তবে, "শুন হে দানব!
প্রতি উপকার করা হইয়াছে তব।
হউক মঙ্গল, কর স্বস্থানে গমন,
মম প্রতি থাকে যেন তব তুষ্ট মন,
তোমাতে আমার আছে যথোচিত প্রীতি,
না হউক বিপরীত কভু এই রীতি।"
শুনিয়া কহিল ময়, বিভো! দয়াময়!
মহিমার মত বাণী কহিলা নিশ্চয়।

কিন্তু মম বলবতী হ'য়েছে বাসনা,
তব উপকার কিছু করিব সাধনা।
দানবকুলের আমি বিশ্বকর্ম্মা প্রভু,
অসাধ্য না হয় মম রচনায় কভু,
শুধু তব গুণগ্রামে হইয়া অধীন,
করিতে উদ্যত কার্য্য তোমার প্রবীণ।"
কহিলা অর্জ্জুন, "ওহে শিল্পজ্ঞ প্রধান !
আসন্ন মরণে তুমি পাইয়াছ ত্রাণ,
তেঁই তুমি ইচ্ছা কর প্রতি-উপকার,
এ হেতু নাহিক তাহে বাসনা আমার।
কিন্তু তব অভিলাষ বিফল যে হয়,
নহে তাহা মম মত জানিবে নিশ্চয়।
এ হেতু কৃষ্ণের কোন কার্য্য কর তুমি,
তাহে প্রতি-উপকার পাইব হে আমি।"
অনন্তর ময়াসুর আজ্ঞা লভিবারে,
অনুরোধ করিলেক দেব দামোদরে।
ক্ষণেক চিন্তিয়া হরি কহিলা তখন,
"মম প্রিয় কার্য্য এই—শিল্প বিচক্ষণ !
হেন সভা মহারাজ যুধিষ্ঠির তরে
করহ নির্ম্মাণ, যাহে অবস্থান ক'রে,
করিয়াও যথোচিত দরশন তায়,
অনুকার কভু তার নাহি করা যায়।
আসুর, মানুষ, দিব্য তিন অভিপ্রায়,
স্পষ্টরূপে সুলক্ষিত হয় যেন তায়।"

কৃষ্ণের অনুজ্ঞালাভে আনন্দে মগন,
নিরমিতে সভা ময় করিল মনন।
এদিকে রাজার কাছে করিয়া গমন,
কৃষ্ণার্জ্জুন সমুদায় করি নিবেদন,
দেখাইলে ময়াসুরে, করিলা সম্মান
দানবশিল্পীরে সেই গুণের নিধান।
অনন্তর সুপূজিত দেবকী নন্দন,
করিলা আপন পুরে সানন্দে গমন।
এদিকে দানবশিল্পী করি আয়োজন,
চতুর্দ্দশ মাসে সভা করিলা রচন।
সুবর্ণমণ্ডিত তরুরাজি বিরাজিত,
সহস্র গুণিত পঞ্চ হস্ত বিস্তারিত,
প্রভার প্রভাবে যা'র দেব প্রভাকর
প্রতিহত-প্রভ হন হইয়া ভাস্বর।
তেজঃপুঞ্জে সভা যেন হইল জ্বলিত,
অলোকসামান্য মণি নিকর ভূষিত,
স্থানান্তরে নিতে তাহা পারা যায় যায়,
এরূপে রচিল ময় সে চারু সভায়।
সভাস্থলে করে অপরূপ সরোবর,
স্ফটিক রচিত যা'র সোপান নিকর,
মণিময় পরিসর বেদিকা সকল,
পঙ্কলেশ বিরহিত নিরমল জল।
কাঞ্চন-রচিত মৎস্য কচ্ছপ নিকরে,
বিহরে সে সরোবরে প্রফুল্ল অন্তরে।

বিকশিত কনক-কমল শোভে তায়,
বৈদূর্য্য-রতন পর্ণ জ্বলিত প্রভায়;
রজত মৃণাল, নাল মণিময় তা'র ;
হৃদয়হারিণী শোভা হইল সভার।
সরসীর তীরে, নীরে নিয়ত বিহরে,
সারসাদি নীরচর বিহগ নিকরে।
মুকুতা রতনে ছিল আবৃত উহার,
অপূর্ব্ব অতুল শোভা তরে, চারি ধার।
সরসীর তীরে আসি সরসী-মনন
না করিল নৃপগণ মাঝে বহু জন।
পড়িয়া বিষম ভ্রমে কেহ পড়ে জলে,
কেহ জল বোধ করে সমীপের স্থলে।
সভার উভয় ধারে পাদপ নিকর,
ফল ফুল কিসলয়ে শোভিল সুন্দর,
তা'দের শীতল ছায়া অতি মনোরম,
মরি কি হইল সভা অতি অনুপম !
শুভক্ষণে যুধিষ্ঠির পশিলা সভায়,
ভ্রাতৃগণ সনে সুখে সানন্দ হিয়ায়।
হেনকালে দেবঋষি আসিয়া তথায়,
রাজসূয় যাগ তরে বলিলা রাজায়।
যুক্তি করি যুধিষ্ঠির বাসুদেব সনে,
করিতে সে মহাযজ্ঞ স্থির করে মনে।
ছিয়াশী নৃপতি বদ্ধ যা'র কারাগারে,
সম্রাট বলিয়া যেই অহঙ্কার করে,

বধিতে সে জরাসন্ধে, বাসুদেব সনে
পাঠাইলা ভীমার্জ্জুনে আনন্দিত মনে।
কৃষ্ণের মন্ত্রণাবলে ভীম মহাবীর
করিলা বিনাশ জরাসন্ধ নৃপতির ;
তেরদিন ক্রমাগত করিয়া সংগ্রাম,
জরাসন্ধ ত্যজিলেক এই ভব-ধাম।
অনন্তর চারি ভাই করিয়া বিজয়,
আনিলা অসংখ্য ধন রতন নিচয়।
করিলা ভূপাল তাহে যজ্ঞ সমাধান,
বাসনা-অধিক ধন করিয়া প্রদান।
কৃষ্ণে অর্ঘ্যদানকালে বীর শিশুপাল,
ভীষ্মে, কৃষ্ণে নিন্দা করি ঘটা'ল জঞ্জাল।
নিন্দিল পাণ্ডবগণে কৃষ্ণ-সেবা তরে,
শুনিয়া বধিলা কৃষ্ণ সুদর্শনে তারে।
নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত যজ্ঞ হ'ল অতঃপর,
সম্রাট হইলা যুধিষ্ঠির নৃপবর।
সুপূজিত হয়ে পরে যায় রাজগণ,
ল'য়ে অনুমতি সবে আপন ভবন।
বিরাট, দ্রুপদ, যান ভীষ্ম মহাবল,
ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, দ্রৌণি, সপুত্র সুবল,
আর আর রাজগণ করিলে প্রয়াণ,
করিলা গোবিন্দ শেষে স্বপুরে প্রস্থান।
কেবল সভায় রহে রাজা দুর্য্যোধন,
শকুনি মাতুল তাঁ'র, সুবল-নন্দন।

জলে স্থল, স্থলে জল অনুমান ক'রে,
জলে পড়ে, স্থলে বস্ত্র তুলিল উপরে,
স্ফাটিক ভিত্তিতে দ্বার করি বিবেচনা
আহত হইয়ে শিরে পাইল যন্ত্রণা ;
স্ফাটিক কপাট-যুগ পুটিত দুয়ারে
সবলে চালা'য়ে করে পড়ে ভূমি পরে।
হেনরূপে সুযোধন হয়ে প্রতারিত,
শারীর-মানস জ্বালা লভিল অমিত।
পরে যুক্তি করি কর্ণ, শকুনির সনে,
ধৃতরাষ্ট্র মত তায় পেয়ে অযতনে,
দ্যূতক্রীড়া করাইয়া সুবল নন্দনে,
হারাইলা যুধিষ্ঠিরে সুকঠোর পণে।
হস্তিনায় ধৃতরাষ্ট্র মতে ক্রীড়াস্থান,
দ্রৌপদীর সহ তথা পাণ্ডবেরা যান।
প্রথমে সকল ধন হারে যুধিষ্ঠির,
পরে চারি ভাই, শেষে আপন শরীর,
অবশেষে দ্রৌপদীরে হারিল খেলায়,
পুত্র জয় শুনি অন্ধ সুখী হ'ল তা'য়।
এক বস্ত্রা রজস্বলা কাতরা কৃষ্ণায়,
জ্যেষ্ঠাদেশে দুঃশাসন আনিল সভায়,
সুকেশীর কেশরাশি করি আকর্ষণ,
করিতে উলঙ্গ তাঁ'রে করিল যতন,
দুর্য্যোধন উরুদেশ দেখাইল তাঁরে,
ভজিতে বলিল তারা কৃষ্ণায় অপরে।

দেখি ভীম ভীমসেন করিল এ পণ,
"দুঃশাসন বক্ষোদেশ করি বিদারণ,
করিব তাহার রক্ত সুখে রণে পান,
আমার প্রতিজ্ঞা কভু না হইবে আন।
আরো শুন সভাজন মম অন্য পণ,
দুর্য্যোধন ঊরুদেশ করিব ভঞ্জন।"
এদিকে গান্ধারী দেবী করিয়া ক্রন্দন,
ধৃতরাষ্ট্রে বলে এ কি করিছ রাজন্।
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী,
রাজসূয় মহাযজ্ঞে অভিষিক্তা নারী,
তা'র অপমান হয় সাক্ষাতে তোমার,
জানিলাম কুরুকুল হ'ল ছারখার।
পাপী অন্ধ, গান্ধারীর শুনিয়া বচন
ভীত হয়ে দ্রৌপদীরে করে সম্ভাষণ,
বলে মা গো! বর মাগ, যাহা ইচ্ছা তব,
এখনি তোমারে দিব সকল বিভব।
দ্রৌপদী মাগিলা বর করিয়া রোদন,
অস্ত্র সহ পঞ্চ পতি-দাসত্বমোচন।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, তাহা করিয়া প্রদান,
অন্য বর চাহ তুমি বধূর প্রধান।
কৃষ্ণা বলে বরান্তরে নাহি প্রয়োজন,
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, শাস্ত্রের লিখন।
ধর্ম্মরাজে অন্ধরাজ কহিলা তখন,
শুনহে অজাতশত্রু! আমার বচন,

পরম ধার্ম্মিক তুমি অতি জ্ঞানবান্,
সতত লভিবে তুমি পরম কল্যাণ।
ক্ষমা সম গুণ নাই এ তিন ভুবনে,
ক্ষমাগুণ গুণনিধে! রেখ সদা মনে।
সুদৃঢ় দারুতে যথা শস্ত্র-পাত হয়,
ক্ষমীর পরীক্ষা তরে বিপদ নিশ্চয়।
হউক মঙ্গল, কর তোমরা গমন,
লইয়া আপন ধন, নিখিল রতন।
শুনি জ্যেষ্ঠতাত-বাণী ধর্ম্মের নন্দন,
স্বজনগণের সনে করিতে গমন,
করিলেন মহামতি যবে আয়োজন,
মন্ত্রী সহ দুর্য্যোধনে কহে দুঃশাসন।
ভ্রাতৃবাক্যে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রে কয়,
রাজন্! আপন কুল নাশিলা নিশ্চয়,
ক্রুদ্ধ ভীমার্জ্জুন সনে করিবারে রণ,
শকতি হেরি না আমি কাহারও কখন।
পাঞ্চালীর অপমানে হইয়া কুপিত,
কুরুকুল বিনাশিবে তাহারা নিশ্চিত,
অতএব পুনর্দ্যূতে করহ আদেশ,
তা হ'লে যাইবে বিভো সমুদায় ক্লেশ।
স্বার্থপর অন্ধরাজ পাপীর প্রধান,
পুনর্দ্যূত তরে করে আদেশ প্রদান।
শুনিয়া এ বাণী করে তাঁ'য় নিবারণ,
দ্রোণ, দ্রৌণি, সোমদত্ত, শান্তনুনন্দন,

বাহ্লীক, বিদুর, আর্য্য যুযুৎসু, বিকর্ণ,
ভূরিশ্রবা, জ্ঞানবতী গান্ধারী বিবর্ণ।
কিন্তু পাপী পাপস্নেহে সে সব বচন
শুনিল না একবার অম্বিকানন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র গুরুজন, তাঁহার বচন,
পালিতে হইয়া ব্রতী কুন্তীর নন্দন,
অশেষ দোষের হেতু অক্ষের দেবন,
তবু তায় রত হন ধর্ম্মের নন্দন।
এবার হইল পণ যে দল হারিবে,
দ্বাদশ বরষ তা'রা বনবাসী হবে,
অজ্ঞাতে বৎসর এক করিবে যাপন,
বনে যা'বে কিন্তু সহ স্বজনের গণ।
অনন্তর দ্যূতে জিত ধর্ম্মের নন্দন,
স্বগণের সহ বনে করিলা গমন।
কেবল রহিলা পৃথা বিদুর ভবনে,
বিদুরের নানারূপ প্রবোধ বচনে।
বনবাসে সমুদ্যত হেরি সুতগণে,
জননী তখন হ'লা ব্যাকুলা রোদনে,
কাঁদিল পৌরবকুল, কাঁদে নারীগণ,
চতুর্ব্বর্গ প্রজাগণ করিল রোদন,
দুর্য্যোধন, কর্ণ আর শকুনি বিহনে,
ঝরিল নিয়ত অশ্রু সবার নয়নে।
ধৃতরাষ্ট্রে, ভীষ্ম, দ্রোণে করিয়া নিন্দন,
পৌরগণ নানারূপ বলিল বচন।

হেনকালে দেবঋষি আসিয়া সভায়,
ভীষণ মূরতি ধরি কহিলা রাজায়,
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে করিবে নির্মূল,
তব দোষে ভীমার্জ্জুন এই কুরুকুল।
কাঁদিছে এখন যথা দ্রৌপদী সুন্দরী,
কাঁদিবে অধিক ত'ার তব পুর-নারী।
ভবিষ্যতে সুখ পা'বে পাণ্ডুসুতগণ,
তোমার অদৃষ্টে চির সুখ-বিসর্জ্জন।
ইহকাল যা'বে দুঃখে, পা'বে পরকালে
এ কর্ম্মের প্রতিফল, বদ্ধ মায়াজালে।
কেবল তোমার আজ্ঞা করিতে পালন
দোষ জানি দ্যূতে রত ধর্ম্মের নন্দন।
হেন ভক্ত অনুরক্ত কুন্তীর কুমারে
পাঠাইলা বনে ছলে, হা ধিক তোমারে!
এত বলি দেবঋষি হ'লে অন্তর্হিত,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল আচম্বিত,
প্রবল মেদিনী কম্পে দেবালয় যত
ক্ষণেকের মাঝে হ'ল ভূমিতল গত।
সাগ্নিকের অগ্নিগৃহ পুড়িল ত্বরায়,
নাট্যশালে অগ্নি লাগি ভস্ম হ'য়ে যায়।
গান্ধারী সমীপগত শতেক সন্তানে
না পান দেখিতে ধনী ক্ষণ অকারণে।
জানিলা বিদুষী ধনী কার্য্যশেষফল,
জানাইলা অন্ধরাজে সব অবিকল।

ভীত-চিত্ত অন্ধরাজ হইয়া তখন
সম্বোধি বিদুরে বলি সব বিবরণ,
জিজ্ঞাসিলা "ওহে ক্ষত্তঃ! পাণ্ডুসুতগণ
কি ভাবে স্বজন সহ করিল গমন?
বিদুর কহিলা, ভূপ! ধর্ম্মের নন্দন
বসনে আবৃত করি আপন নয়ন,
দেখিতে দেখিতে ভীম নিজ বাহুদ্বয়,
সব্যসাচী ছড়াইয়া বালুকা নিচয়।
আলিপ্ত বদনে সহদেব বীরবর,
নকুল আকুল মনে ধূলায় ধূসর,
আলুলিত কেশপাশে ঢাকিয়া বদন
রাজার পশ্চাতে কৃষ্ণা করিলা গমন।
পুরোহিত ধৌম্য যাম্য, সাম, রৌদ্র গান
করিতে করিতে সঙ্গে করিলা প্রস্থান!
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে, ওহে জ্ঞান-ধন,
কেন নানারূপে তারা করিল গমন?
বিদুর কহেন ভূপ! ধর্ম্মের নন্দন
তব সুতগণে এবে হৃত-রাজ্য-ধন,
তথাপি তাঁহার মতি ধর্ম্ম-অনুগত,
তব সুতগণ প্রতি করুণা নিয়ত।
কোপদৃষ্টিপাতে পাছে কেহ ভস্ম হয়,
তেঁই মুখ আঁখি ঢাকি যান দয়াময়।
বাহুবলে রিপুকুল করিবে বিনাশ,
ভীমসেন তেঁই করে ও ভাব প্রকাশ।

বালুকা বর্ষণ সম করি শরপাত
করিব সমরে আমি অরাতি নিপাত,
অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা এই স্থির করি মনে,
গতিকালে রত পার্থ বালুকা বর্ষণে।
না পারিবে চিনিবারে এই করি স্থির,
আলিপ্ত বদনে যান সহদেব বীর।
নকুল-রমণী মনোমোহিনী মুরতি,
লুকা'তে পাংশুল দেহে করিছেন গতি।
যা'দের কারণে মম দশা বিপর্য্যয়,
তা'দের রমণীগণে এ দশা নিশ্চয়,
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে হইবে, জানিয়া,
মুক্তকেশী কৃষ্ণা যান কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ভরত কুলের নাশে তার গুরুগণ,
করিবেন হেনরূপ মন্ত্র উচ্চারণ,
নিশ্চয় জানিয়া ইহা যাম্য আদি গান
করিতে করিতে ধৌম্য ঋষি সঙ্গে যান।
বলিলেন ধৃতরাষ্ট্র,'ওহে গুণাধার!
অদৃষ্ট লঙ্ঘন করা অসাধ্য সবার।'

বনপর্ব্ব।

দুরাচার ধৃতরাষ্ট্র সুতগণ ছলে,
পরাজিলে দুরোদরে পাণ্ডুসুত দলে,
সশস্ত্র হইয়া তাঁ'রা, দ্রৌপদীর সনে,
পুরদ্বার দিয়া যান পদব্রজে বনে।
ইন্দ্রসেন আদি ভৃত্য চতুর্দ্দশ জন,
স্ত্রীগণে ত্বরিত রথে তুলিয়া তখন,
তাঁহাদের অনুগামী হ'ল ক্ষুব্ধমনে,
তিন দিন অনাহারে চলে সব জনে।
অনন্তর নিশাভাগে কাম্যক গহনে,
কির্ম্মীর নামক এক হেরে পুণ্যজনে,
বিশাল শরীর তা'র বিকট বদন,
দেখিয়া জিজ্ঞাসে তারে ধর্ম্মের নন্দন ?
কে তুমি, মোদের পথ কেন রোধ কর,
কি কার্য্য করিব তব, চাহ কিবা বর ?
পাণ্ডুর নন্দন আমি, নাম ধর্ম্মরাজ,
অবশ্য শুনেছ তুমি মম কৃত কাজ।
ভীমার্জ্জুন আদি সনে র'ব এ কাননে,
তোমার বাসনা শীঘ্র বল ফুল্ল-মনে।
শুনিয়া কির্ম্মীর কহে, আজি শুভদিন,
বক-ঘাতী ভীমে বধি শোধি ভ্রাতৃ-ঋণ।
শুনি ভীম ভীমক্রোধে করিয়া গর্জ্জন
রাক্ষসের সনে করে ঘোরতর রণ।

অনন্তর বিনাশিয়া সেই নিশাচরে
স্বজনের সনে রহে প্রফুল্ল-অন্তরে।
ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধকবংশীয় বহুজন
পাণ্ডব দর্শনে বনে করিলা গমন।
পঞ্চালের জ্ঞাতিগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সনে,
চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অতিক্রুদ্ধ মনে,
ত্রিলোকী বিখ্যাত নৃপ কৈকেয় সুবীর
চলিলা কাম্যক বনে ক্রোধেতে অধীর।
যাইয়া তথায় সবে বসিলা যখন,
তখন কহিলা কৃষ্ণ প্রবোধ বচন,—
দৈববশে বনবাসে আসিলা এখন
নিশ্চয় আবার রাজ্য লভিবা রাজন,
হইবে নিশ্চিত রাজরাণী কৃষ্ণা সতী,
অশেষ সদ্‌গুণে যেই সদা গুণবতী,
অতএব সবে দুঃখ কর পরিহার,
নিশ্চয় নিশ্চয় রাজ্য পাইবে আবার।
বিবিধ প্রবোধ হেন দিয়া দামোদর
ভদ্রা, অভিমন্যু সনে গেলা স্বনগর।
বিদায় লইয়া সবে আপন ভবন
করিল গমন, বলি প্রবোধ বচন।
ভগিনী করেণুমতী নকুলের নারী,
চেদিরাজ ল'য়ে তায় গেলা নিজপুরী।
এরূপে ভগিনী আর ভাগিনেয়গণে
লইয়া চলিল সবে আপন ভবনে।

কেবল রহিলা বনে দ্রৌপদী সুন্দরী,
পঞ্চ পাণ্ডুসুতে নিজ প্রাণযুতা নারী।
এরূপে সকলে গেলে, পাণ্ডবেয়গণ
কাম্যক কানন হতে গেলা দ্বৈতবন।
মার্কণ্ডেয় মুনি সনে তথা দেখা হ'লে
শান্তি লভে সবে তাঁর উপদেশ বলে।
অতঃপর যান পার্থ অস্ত্রলাভ তরে,
করেন কঠোর তপ হিমালয়' পরে,
তপে তুষ্ট আশুতোষ পত্নীর সহিত
কিরাতের বেশে তথা হ'লা উপনীত।
হেনকালে মূক নামে দানব দুর্জ্জয়
ধাইল বরাহরূপী, পার্থ বধাশয়।
সে ঘোর শূকরে হেরে ফাল্গুন ধীমান্
গাণ্ডীবে টঙ্কারি, বাণ করিলা সন্ধান।
যেমন ছাড়িলা বাণ অর্জ্জুন সুমতি,
অমনি ত্যজিলা শর দেব পশুপতি।
উভয়ের ভীম বাণে হইয়া আহত
ত্যজি প্রাণ হ'ল মূক ভূতলে পতিত।
তখন কিরাত গর্জি কহে পার্থ বীরে,
কি হেতু ত্যজিলা তুমি মম লক্ষ্যে শরে?
পার্থ কহে, "ওরে ব্যাধ একি রে অন্যায়,
মম লক্ষ্যে শর হানি গর্জ্জ দুরাশয়।
এখনি উচিত শাস্তি দিব পাপ! তোরে;
ত্রিলোকে কে আছে হেন আঁটিবে যে মোরে।

বলিতে বলিতে ঘোর বাধিল সমর,
কেহ নাহি হারে রণে উভয়ে শোসর।
অক্ষয় তূণীর শেষ হইল যখন,
তখনি আকুল হ'ল কিরীটীর মন।
রণত্যজি শিবপূজা ভক্তিভাবে করে,
শিবগলে দত্তমালা ব্যাধ গলে হেরে।
জানিলা ফাল্গুন তবে এ ত ব্যাধ নয়,
দেব পশুপতি ইনি, নিশ্চয় নিশ্চয়।
অমনি শিবের পদে করে নত শির,
চাহে ক্ষমা উমানাথে পার্থ মহাবীর।
শঙ্কর অভয় দিয়া ধরি নিজবেশ,
মূকের বৃত্তান্ত সব কহিলা নিঃশেষ।
শেষে আশীর্ব্বাদ করি, দিলা পাশুপত,
হেনকালে বরুণাদি হইলা আগত!
জলেশ্বর পাশ অস্ত্র দিলা ফাল্গুনেরে,
কুবের দানিলা 'প্রস্বাপন' বীরবরে,
যমরাজ নিজ দণ্ড করিলা প্রদান,
একে একে শেষে সবে করিলা প্রস্থান।
ইন্দ্রাদেশে অবশেষে গিয়া সুরালয়ে,
পাইলা ফাল্গুন অস্ত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে।
আগ্নেয়, বায়ব্য, সৌম্য, বৈষ্ণব, বারুণ,
ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম, ধাত্র, বৈশ্রবণ,
সাবিত্র, যাম্যক-আদি অস্ত্র অগণন,
শিখিয়া আসিলা ফিরি জ্যেষ্ঠের সদন।

এদিকেতে ব্যাস-দত্ত মন্ত্র শিক্ষা ক'রে
জ্যেষ্ঠের সকাশে, পার্থ প্রফুল্ল অন্তরে
যবে গেলা তপস্যার তরে হিমালয়ে,
তদবধি সবে রহে আকুল-হৃদয়ে।
তীর্থ যাত্রা তরে যান রাজা যুধিষ্ঠির,
নানা তীর্থে সঙ্গিসনে ভ্রমে মহাবীর।
প্রভাসে কঠোর তপঃ করেন যখন,
তখন আসিলা তথা যদুবীরগণ।
শ্রীকৃষ্ণে সম্ভাষি কহে ধীর হলধর,
ভাবিবেক অজ্ঞজনগণে অতঃপর,
ধর্ম্মে নাহি কিছু সুখ, শুধু দুখ সার,
পাপে দুখলেশ নাই, সুখপারাবার।
ইহার প্রমাণ তারা ধর্ম্মরাজসনে,
উল্লিখিবে দুরাচার পাপী দুর্য্যোধনে।

রামের বচন শুনি, কহিলা সাত্যকি গুণী,
এ ত নহে পরিতাপ কাল!
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, শান্ত দান্ত অতি ধীর,
দেবেন্দ্র সমান মহীপাল॥
পণ তরে তাঁর যদি, এবে রাজ্যলাভে বিধি
নাহি হয়, নাহি হানি তায়!
করুন্ তপস্যা তাঁরা, বধি, রণ করি মোরা,
ধৃতরাষ্ট্র সন্তান সবায়॥

আমি, রাম, কৃষ্ণ আর, প্রদ্যুম্ন বীরের সার,
এ সব ত্রিলোকীনাথ যাঁ'র,
সতত সহায় রহে, সে কি রাজ্যনাশ সহে,
অসম্ভব না থাকুক আর ॥
যদিও পাণ্ডবগণ, ধর্ম্মমতি, করি পণ,
না করেন রাজ্যের গ্রহণ।
অভিমন্যু বীরবরে, রাখিব নৃপতি করে,
ত্রয়োদশ বরষ কারণ ॥
সাত্যকি-বচনাবলি, শুনি কহে বনমালী,
সত্য সত্য তোমার বচন।
কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির, পরাজ্জিত অবনীর,
না হবেন অধীশ কখন ॥
এ সব বচন শুনি, কহিলা নৃপতি মণি,
হে কৃষ্ণ, সাত্যকে, আমি সত্যের পালক।
রাজ্য তরে নাহি তত, অভিলাষ মনোগত,
যথাকালে রণে হ'ও সাহায্যদায়ক ॥

এত বলি যুধিষ্ঠির অন্য তীর্থে যান,
শুনিয়া যাদবগণ করিল প্রয়াণ।
পরে যুধিষ্ঠির যান ফাল্গুন দর্শনে,
আর্ষ্টিষেণ মহর্ষির আশ্রম-ভবনে।
এই কালে হনুমান হ'তে বীরবর
লভে বর ভীমসেন অতি হিতকর।

তদন্তে দুর্লভ পুষ্প সৌগন্ধিক আনি,
প্রিয়তমা দ্রৌপদীর সন্তোষ বিধানি,
পাপাচার জটাসুরে, বীর মণিমানে,
বধ করে ভীমসেন সংগ্রাম বিধানে,
কুবের আদেশে রহে পাণ্ডবেয় গণ,
আর্ষ্টিষেণ মহর্ষির আশ্রমে তখন।
তথায় ত্বরায় তা'রা অর্জ্জুন দর্শন
লভিয়া, হইল সবে আনন্দে মগন।
কহিলা অর্জ্জুন সব নিজ বিবরণ,
নিবাত কবচ বধ আদি অগণন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট সবে জানিল এখন,
মৃত্যুমুখে সবান্ধবে গত দুর্য্যোধন।
দ্বৈতবন অতিক্রমি কাম্যক গহনে,
পরে পাণ্ডুসুতগণ যান হৃষ্টমনে।
একদা শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন সনে
যুক্তি করি দুর্য্যোধন স্থির করে মনে,
পাণ্ডবগণের এবে দুঃখের সময়,
চল সবে তথা যাই হয়ে শোভাময়।
নানাবিধ রত্নরাজি করিয়া ধারণ,
দরিদ্র পাণ্ডবে ধন করি প্রদর্শন।
কিন্তু পিতা মত নাহি দিবেন ইহায়,
করহ চিন্তন সবে তাহার উপায়।
শুনিয়া শকুনি, কর্ণ স্থিরিয়া উপায়,
ঘোষযাত্রা ছলে সবে চলিল তথায়।

নৃপ-অনুমতি লাভ হইল যখন,
তখন চলিল সঙ্গে সেনা অগণন।
পত্নী পুত্র দাস দাসী সঙ্গে সবে ল'য়ে,
নানা যানে যায় সবে আনন্দিত হ'য়ে।
ক্রমে উপনীত যবে কাম্যক কাননে,
তখন বাধিল রণ গন্ধর্ব্বের সনে।
সামান্ত কারণে ঘটে সে ভীষণ রণ,
তাহে পরাজিত হ'ল রাজা দুর্য্যোধন।
রণের মধ্যম ভাগে কর্ণ পলাইল,
সুত-সঙ্গ-হেতু তার সাহস টুটিল।
পরে পত্নীগণ সনে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে
বাঁধিয়া লইয়া যায় গন্ধর্ব্ব ভবনে।
মহামনা যুধিষ্ঠিরে কুরুমন্ত্রিগণ
নিবেদন করে পরে সব বিবরণ।
শুনিয়া করুণাময় ধর্ম্মের নন্দন,
আদেশিলা কুরুগণ-ত্রাণের কারণ।
অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ভাই চারি জন,
সে আদেশ শিরে ধরি করিলা গমন।
ক্ষণেকে গন্ধর্ব্বগণ হ'ল পরাজিত,
চিত্রসেন পার্থ সনে হইলা মিলিত,
জানাইলা দুর্য্যোধন-বাসনা-নিচয়,
বলিলা এ পাপে ছাড়া কভু যুক্ত নয়।
তবে যদি তব ইচ্ছা, চল ধর্ম্ম পাশে,
অবশ্য পালিব আমি তাঁহার আদেশে।

ইহা বলি বদ্ধভাবে ল'য়ে দুর্য্যোধনে,
ধর্ম্ম কাছে যায় তা'রা আনন্দিত মনে,
দয়াময় ধর্ম্মরাজ কাতর অন্তরে,
ছাড়িয়া দিলেন সব কৌরব-পামরে।
এরূপে গন্ধর্ব্ব-মুক্ত হয়ে দুর্য্যোধন,
অপমানে প্রাণত্যাগে করিল মনন।
পাপীদের পাপ পূর্ণ উপদেশ-বলে,
সে গ্লানি হৃদয় হ'তে গেল কিছুকালে।
পরে পুনঃ পাণ্ডবের অহিত কারণ
করিল অপর চেষ্টা পাপী দুর্য্যোধন।
দুর্ব্বাসা ঋষিরে তুষি নানা সেবা করি,
লভিল তাঁ' হ'তে বর পাণ্ডবের অরি,
করিবেন অর্দ্ধ রাত্রে আতিথ্য গ্রহণ,
পাণ্ডব আশ্রমে ঋষি, সহ শিষ্যগণ.
কিন্তু এ চেষ্টার ফল না হ'ল যখন,
তখন হইল তা'রা বিষাদে মগন।
  এদিকে পাণ্ডবগণ মৃগয়ার তরে,
সবে যান একদিন কানন ভিতরে,
আশ্রমে রহিলা কৃষ্ণা ধৌম্যের সহিত,
হেনকালে জয়দ্রথ তথা উপনীত।
না হেরি পাণ্ডবগণে হরিল কৃষ্ণায়,
আরোহিয়া নিজ রথে নিজ দেশে যায়।
হেনকালে পঞ্চ ভাই আসিয়া আশ্রমে,
কৃষ্ণায় না হেরে তাঁ'রা চারি দিকে ভ্রমে

শুনিল ধৌম্যের দূরে করুণ বিলাপ,
অমনি সেদিকে ধায় প্রকাশি প্রতাপ,
হারাইয়া সৈন্যগণে জয়দ্রথে ধরে,
ভীমসেন তা'র শিরে পদাঘাত করে,
দাসত্ব স্বীকারে পরে ছেড়ে দিলা তা'য়,
মহামতি ধর্ম্মরাজ স্মরি দুঃশলায়।
আকুল কৃষ্ণায় আর পাণ্ডুসুতগণে,
শান্তি দেন মুনিগণ প্রবোধ বচনে,
সীতার দুর্গতি আদি উল্লেখ করিয়া,
পতিব্রতা রমণীর কীর্ত্তি প্রকাশিয়া।
দ্বাদশ বরষ শেষ হইবে যখন,
ঘটিল অচিন্ত্য এক বিপদ তখন।
একদা কাতর হয়ে সকলে তৃষায়,
পাঠাইলা সহদেবে জলের আশায়।
কিছু দূরে গিয়া বীর হেরে সরোবর,
বিমল সলিলে ভরা পরম সুন্দর।
যেমন জলের তরে নামিলা তাহায়,
অমনি এ দৈববাণী নিবারে তাঁহায়,
নাহি কর জল পান, না কর গ্রহণ,
না দিয়া উত্তর মম প্রশ্নের কখন।
নাহি শুনি সহদেব করে জলপান,
অমনি তাহার প্রাণ করিল পয়ান।
এরূপে নকুল আদি আর তিন জন,
ক্রমে ক্রমে বিসর্জ্জিল জীবন যখন,

তখন তথায় আসি রাজা যুধিষ্ঠির,
ভ্রাতৃগণে মৃত হেরি হইলা অধীর।
বহু বিলাপিয়া রাজা, সেই সরোবরে
স্পর্শমাত্র দৈববাণী শুনিলা অম্বরে,
"নাহি কর জলপান, না কর গ্রহণ,
না দিয়া উত্তর মম প্রশ্নের কথন।"
কহিলা ভূপাল, "তুমি কিবা নাম ধর।
তব প্রশ্ন কর দেব, আমার গোচর,
বুঝিলাম তব বলে, বলী ভ্রাতৃগণ,
অকালে সকলে হায় লভেছে নিধন।"
কহিলা তখন দেব, "মম পরিচয়,
পাইবে পশ্চাতে তুমি নাহিক সংশয়।
কতিপয় প্রশ্ন মম আছে যুধিষ্ঠির!
তাহার উত্তর কর মতি করি স্থির।
অবনী হইতে কেবা হন গুরুতর? (১)
আকাশ হইতে হন কেবা উচ্চতর? (২)
ধন মাঝে (৩), লাভ মধ্যে (৪), সুখের ভিতর (৫)
বল কি উত্তম হয় ভূপাল প্রবর!
ধর্ম্ম (৬), যশ (৭), স্বর্গ (৮), আর সত্যের (৯) আশ্রয়
বল মহীপাল! ভবে কি কি বস্তু হয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কিবা এ জগতে হয় (১০)
সংযত করিলে কায় শোক নাহি রয়? (১১)
কি কি পরিত্যাগে হয় লোকপ্রিয় নর (১২)
শোক যায় (১৩), সুখী হয় (১৪) বল নরবর!

কি বারতা(১৫), কি আশ্চর্য্য (১৬), পথ কিবা হয় (১৭)
কেবা সুখী ভবধামে (১৮) কর হে নির্ণয়।"
শুনিয়া উত্তর দেন ধরম নন্দন,
"অবনী হইতে মাতা গুরুতরা হন।
আকাশ হইতে হন পিতা উচ্চতর,
ধন মাঝে শাস্ত্রধন হয় শ্রেষ্ঠতর।
আরোগ্য লাভের মাঝে শ্রেষ্ঠতর হয়,
সন্তোষ সুখের মাঝে উত্তম নিশ্চয়।
দক্ষতা ধর্ম্মের, দান যশের আশ্রয়,
স্বর্গের আশ্রয় সত্য জানিবা নিশ্চয়।
সুশীলতা সুখ লাভে পরম আশ্রয়,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সংযত করিলে মনে, ওহে লোকেশ্বর,
শোক নাহি রহে কভু হৃদয় ভিতর।
অভিমান পরিত্যাগে লোকপ্রিয় হয়,
কোপ পরিহারে শোক যাইবে নিশ্চয়,
লোভ পরিত্যাগে সবে সুখী হয় মনে,
নিবেদিনু ওহে দেব! তোমার চরণে।
তপন-অনল, রাত্রি দিবস ইন্ধন,
মহামোহময় আর কটাহ ভীষণ,
মাস ঋতু দর্ব্বী দিয়া ঘুটিয়া নিয়ত
করে পাক জীবে কাল—বারতা বিদিত।
দিন দিন জীবগণ যায় যমালয়ে,
স্থিরতা বাসনা করে তবু শেষ চয়ে

এ হ'তে আশ্চর্য্য কিবা আছয়ে ভুবনে
দেখি না শুনি না দেব, নয়নে শ্রবণে।
ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতি, স্মৃতি, মুনি-ঋষি মত,
অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব হয় গুহাগত।
মহাজন যেই পথে করিলা গমন,
সে পথ মোদের পথ নিশ্চয় এখন।
দিনের অষ্টমভাগে সেই করে পাক,
আর কিছু নাহি পেয়ে শুধু দুটি শাক,
সেও যদি ঋণহীন অপ্রবাসী হয়,
সে জন ভুবনে সুখী নিশ্চয় নিশ্চয়।"
নৃপের উত্তরে নিজ ধরিয়া মূরতি,
কহিলা ধরম দেব আনন্দিত অতি।
"আমি ধর্ম্ম, ওহে পুত্র! হেরিতে তোমায়,
শুনিতে তোমার বাণী এসেছি ধরায়,
তোমার উত্তরে হ'ল অতি সুখোদয়,
এখনি বাঁচিবে বৎস! তব ভ্রাতৃচয়।"
বলিতে বলিতে দেব হ'লা তিরোহিত,
ভীম আদি চারি ভাই হইলা জীবিত।
মিলিয়া আশ্রমে যান ভাই পঞ্চজনে,
পূর্ব্ব কথা আলোচিয়া আনন্দিত মনে,
ভাবিয়া "শরীর বল অতি হীনবল
মনের প্রভূত বল প্রকৃত সম্বল।"

বিরাটপর্ব্ব।

অজ্ঞাতবাসের তরে ভাই পঞ্চ জন,
কৃষ্ণার সহিত যান বিরাট ভবন।
যুধিষ্ঠির কঙ্ক নাম করিলা ধারণ,
করিতা সদস্য হ'য়ে অক্ষের দেবন।
বিখ্যাত বল্লব নামে ভীম মহাবীর,
সূপকার বৃত্তি তাঁ'র হইল সুস্থির।
বৃহন্নলা নামে খ্যাত বীর ধনঞ্জয়,
নারীগণ শিক্ষাতরে ক্লীব হ'য়ে রয়।
নকুল গ্রন্থিক নামে হ'য়ে পরিচিত,
গোপাল হইয়া কাল করিলা যাপিত।
সহদেব তন্ত্রীপাল বলি খ্যাত হয়,
অশ্বপাল হ'য়ে বীর যাপয়ে সময়।
সৈরিন্ধ্রী হইয়া কৃষ্ণা সুদেষ্ণার সনে,
যাপিতে লাগিলা কাল আনন্দিত মনে।
পঞ্চ নাম ধরে জয়, জয়ন্ত, বিজয়,
জয়ৎসেন, জয়দ্বল এই নামচয়।
অন্যে না জানিত এই নাম বিবরণ,
করিত গোপনে এই নামে সম্ভাষণ।
কিছুকাল সুখে যায়, বাকী মাসদ্বয়,
হেনকালে কীচকের দুষ্ট বুদ্ধি হয়।
দ্রৌপদীরে পত্নীভাবে করিতে গ্রহণ,
বাসনা করিল সেই পামর দুর্জন।

শুনি' ভীম ভীমসেন কোপেতে কম্পিত,
নাশিলা তাহারে শত-সোদর-সহিত।
জানিল সকলে কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর পতি,
আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ মহাবল অতি,
বধেছে কীচকে তা'রা অজেয় সমরে,
চাহিলে কৃষ্ণায়, যেতে হ'বে যম ঘরে;
কীচক সেনানী ছিল, তাহার মরণে,
সুশর্ম্মা কৌরবমতে আরম্ভিলা রণে।
চলিলে বিরাট রাজা করিতে সমর,
হরিল কৌরবগণ গোধন নিকর।
বল্লব, গ্রন্থিক, কঙ্ক, তন্ত্রীপাল চলে,
বিরাট বিজয় লভে বিবিধ কৌশলে।
কুরুগণ সনে রণে যাইতে উত্তর,
বাসনা করিল, কিন্তু সৈন্য নাহি ঘর;
অবশেষে বৃহন্নলা সারথি হইলে,
চলিলা উত্তর রণে অতি কুতূহলে।
বহুদূরে গিয়া বীর কুরু-সৈন্যগণ
অসীম অনন্ত প্রায় করিল দর্শন,
ফিরিতে আলয়ে তেঁই করিল মানস,
অর্জ্জুন দানিলা তাঁ'য় বিবিধ সাহস।
কিছুতেই কিছু ফল না হ'ল যখন
তখন কহিলা পার্থ আত্মবিবরণ।
উত্তরে সারথি করে আরম্ভিলা রণ
কুরুগণ পলাইল ত্যজিয়া গোধন।

আক্রমি বিক্রমে বীর কহিলা তখন,
কোথায় পলাও কর্ণ সুতের নন্দন!
বৃথা মানী দুর্য্যোধন ভাবিছ কি আর?
ত্রয়োদশ বর্ষ মোরা হইয়াছি পার,
নাহিক নিস্তার আর নাহিক নিস্তার,
ত্রিলোকে যেখানে যা'বে, করিব সংহার।
এত বলি দৈত্যনাশী অবিনাশী শর,
কার্ম্মুকে যোজিতে চায় পার্থ বীরবর,
নির্ম্মূল কুরুর কুল করিবার তরে,
অমনি উপজে দয়া পার্থের অন্তরে।
করিলে পরের তরে জ্ঞাতিগণ নাশ,
করিবে আমারে সাধুগণ উপহাস।
বিশেষ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা নাহি এই রণে,
এহেতু হারা'ব শুধু, না ল'ব জীবনে।
নিমিষে এরূপ ভাবি পার্থ বীরবর,
অচেতন করে ছাড়ি "প্রস্থাপন শর,"
পড়িল ভূতলে কর্ণ, পড়ে দুর্য্যোধন,
অশ্বত্থামা, কৃপসনে পড়ে দুঃশাসন।
গুরু দ্রোণ, বীর ভীষ্ম রথের উপরে,
অচেতন হ'য়ে রহে ফাল্গুনের শরে।
অচেতন অগণন সৈন্য পারাবার,
ক্ষণেকে হরিলা পার্থ চৈতন্য সবার।
উত্তরার বাক্য স্মরি উত্তর তখন,
অর্জ্জুনের মতে আনে বিবিধ বসন।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণের বসন,
আনিলা উত্তর ক্রমে করিয়া গমন।
গোধন লইয়া গেল গোপাল নিচয়,
হেনকালে কুরুগণে হ'ল জ্ঞানোদয়।
ভীষ্ম-দ্রোণ আশীর্ব্বাদ করি ফাল্গুনেরে,
কহিলা, লভিবা বীর ধরায় অচিরে।
পরস্পর শিষ্টালাপ করিয়া তখন,
সকলে আপন গেহে করিলা গমন।
এদিকে বিরাট পুরে পশিলে ফাল্গুন,
সকলে শুনিল তাঁ'র অশেষ সদ্‌গুণ,
সকলের পরিচয় পাইয়া সুমতি,
যুধিষ্ঠিরে রাজা করে বিরাট ভূপতি।
আত্মীয় স্বজনগণ আনন্দিত চিত্তে
আসিল পাণ্ডব তরে বিরাট পুরীতে,
সকলের গেল দুখ, সুখ হ'ল মনে
জয় জয় রব করে বৃষ্ণিবীরগণে।
অভিমন্যু-পরিণয় উত্তরার সনে
হইল এ সুখকালে বিরাট ভবনে।

উদ্যোগ প্রভৃতি পর্ব্ব।

কৃষ্ণের মন্ত্রণামতে পাঠাইলা চরে,
যুধিষ্ঠির কুরুকুলে অর্দ্ধরাজ্য তরে।
না হ'ল সম্মত তায় পাপী দুর্য্যোধন,
তখন করিলা কৃষ্ণ আপনি গমন,
চাহিলা নগর পঞ্চ, পাণ্ডবের তরে,
বিনা রণে তা'তে মত না দিল পামরে।
বিশেষ করিল পাপী কৃষ্ণে অপমান,
শুনিয়া সাজিলা যত পাণ্ডব প্রধান।
চিরখ্যাত কুরুক্ষেত্রে হইল সমর,
ক্রমাগত অষ্টাদশ ব্যাপিয়া বাসর।
প্রথমে পাণ্ডব পক্ষে শ্বেত সেনাপতি,
শ্বেত-বধে ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্য-অধিপতি।
করিল সেনানী ভীষ্মে রাজা দুর্য্যোধন,
দশ দিন যুঝি তিনি করিলা শয়ন।
পরে হন সেনাপতি দ্রোণ বীরবর,
পাঁচ দিনে গত-প্রাণ করিয়া সমর।
সেনানী হইলা পরে কর্ণ মহাবীর,
দুই দিনে ত্যজে প্রাণ হইয়া অধীর।
শল্য সেনাপতি রণ অর্দ্ধ দিন ক'রে
শমন ভবনে যায় যুধিষ্ঠির-করে।
শিখণ্ডী দ্রুপদ-সুত ভীষ্ম-নিপাতন,
ধৃষ্টদ্যুম্ন-করে মরে দ্রোণ মহাজন।

অর্জ্জুনের শরে মরে কর্ণ দুরাশয়,
ভীষ্মের বিষম শরে শ্বেত হত হয়।
পালিলা আপন পণ পাণ্ডুসুতগণ,
ভীম-করে দুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন,
বিষম ভীষণ রণে ভীম মহাবীর
বিনাশিলা শত সুত দেবী গান্ধারীর।
রণক্ষেত্রে দুঃশাসন রক্ত ক'রে পান,
ভীমপণ হ'তে ভীম পান পরিত্রাণ,
গদাঘাতে দুর্য্যোধন-উরু ভঙ্গ করি,
নাশিলা সে পাপাচারে বিক্রম-কেশরী।
অর্জ্জুন নাশিলা রণে কর্ণ দুরাশয়ে,
ভ্রাতা, পুত্র, সৈন্য সনে ভীম বাণচয়ে।
সহদেব-করে মরে সুবল-নন্দন,
বান্ধবগণের সনে করি' ঘোর রণ।
মরিল কর্ণের শরে ঘটোৎকচ বীর,
করিয়া কৌরবকুল বিক্রমে অধীর।
অভিমন্যু বীর মরে সপ্তরথি শরে,
জয়দ্রথ শিরশ্ছেদ ফাল্গুনের করে।
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা সনে
গোপনে বধিল পঞ্চ পাণ্ডব-নন্দনে।
সমরে বধিলা দ্রোণ বিরাট ভূপালে,
ধৃষ্টদ্যুম্নে বধে দ্রৌণি গুপ্ত নিশাকালে।
মরে হেন শত শত ভারতের বীর,
দুর্দ্দশা হইল ঘোর ভারতভূমির।

কুরুক্ষেত্র-রণে প্রায় মরে সব বীর,
যুযুৎসু, পাণ্ডব পঞ্চ, সাত্যকি সুধীর,
অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা আর,
এই দশজন শুধু পাইল নিস্তার।
যদুবংশে বহুবীর যদিও রহিল,
আত্মদ্রোহে তা'রা সব অচিরে মরিল।
এরূপে নির্বীর উর্ব্বী হইল যখন,
পরীক্ষিতে রাজ্য দেন ধর্ম্মের নন্দন।
কৃষ্ণার সহিত পঞ্চ ভ্রাতা স্বর্গে যান,
"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"
মহীতলে নাহি রত্ন ভারত সমান,
ভারত পড়িয়া গুণ করহ আদান।
ভীষ্ম হ'তে শিক্ষা কর প্রতিজ্ঞাপালন,
লভহ ধরম, ভজি ধরমনন্দন,
কর্ণ হ'তে সঙ্গ দোষ কিরূপ প্রবল,
যুযুৎসু হইতে শিখ সু-সঙ্গের ফল।
স্বকার্য্য সাধনে কত উচিত যতন,
শিখ তাহা পড়ি বীর ফাল্গুন-জীবন।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত অতি বিচিত্রতাময়,
নাহি দোষ-লেশ তায় শুধু গুণময়।
ভীষ্ম সনে রণে হেরি কাতর ফাল্গুনে,
করিলা যে পণভঙ্গ, সেও নিজগুণে,
জয়দ্রথ বধে রবি করিয়া গোপন,
নিজগুণে প্রকাশিলা আঁধার ভীষণ,

জরাসন্ধ বীরে বধি-ছলে ভীম-বলে,
পাপীর শাসন-রীতি জানা'লে সকলে।
বিনাশিয়া শিশুপালে, শিশুর সমান,
করিলা আপন পণ পূর্ণ ভগবান।
দিলা গীতা জ্ঞান প্রভু অমূল্য রতন
আপন ভকত জনে শ্রীমধুসূদন,
দেখাইলা বিশ্বরূপ অতি অপরূপ,
ধন্য দেব ধন্য দেব, অচিন্ত্য-স্বরূপ।
জ্ঞানে, রণে, যোগে, ভোগে সমান শকতি,
অন্যে অসম্ভব, বিনা জগতের পতি।
নমি প্রভু, বার বার তেঁই ও চরণে,
অপরাধচয় মম ক্ষম নিজগুণে।
মহাঋষি ব্যাসদেব গুণের সাগর,
নারায়ণ বলি যাঁ'রে পূজে বহু নর।
ধন্য ধন্য ধন্য সেই গুণ নিকেতন,
যাঁহার মানসী সৃষ্টি ভারত-রতন।

সম্পূর্ণ।